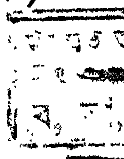
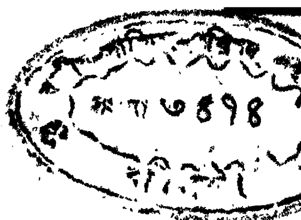
গানের খাতা

(প্রথম শতক)



কিরণচাঁদ দরবে[redacted]



মূল্য আট আনা।

প্রকাশক

শ্রীনলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৩ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।



CALCUTTA.

PRINTED BY ABINASH CHANDRA MANDAL,

Siddheswar Machine Press,

13, Shibnarayan Das's Lane.

1914.

নিবেদন।

—৽—

এই গানগুলি কখনও প্রকাশিত হইবে, এমন বাসনা ইতিপূর্ব্বে আমার মনে উদিত হয় নাই; এবং আমার ন্যায় হীন-জনের রচিত সঙ্গীত সুধী-সমাজে আদৃত হইবে এ আশা করিয়াও আমি এই "গানের খাতা" ছাপাই নাই।

বহুপূর্ব্বে আমার রচিত সঙ্গীতাবলী পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে গীত হইতে শুনিয়াছিলাম। অনেকেই আগ্রহসহকারে গানগুলি তৎকালে লিখিয়া লইয়াছিলেন। যখন গানগুলি রচিত ও আবৃত্ত হইয়াছিল, তখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প, বালক বলিলেও চলে। এখন এতদিন পরে সেই পূর্ব্ব কথা মনে স্মরিয়া এবং কোন কোন প্রিয় বন্ধুর অনুরোধে এই "গানের খাতা" সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাইবার পথে শ্রীভুবনেশ্বর দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পরে যখন আরত্রিক দর্শন করিয়া বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম, তখন দেখিলাম এক স্থানে কয়েকটী বাঙ্গালী বৈষ্ণব একত্রিত হইয়া হরিগুণ গান করিতেছেন। নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্রবণ করিলাম, উঁহারা আমারই রচিত একটী সঙ্গীত গান করিতেছেন। সঙ্গীতটী কিন্তু ঠিক মত হইতেছিল না; স্থানে স্থানে পদ বিকৃত করিয়া তাঁহারা গানের সৌন্দর্য্য

:নক পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া
।নিলাম, লোকপরম্পরায় বাবাজীরা ঐ গান অবগত হইয়াছেন।
খন মনে হইল, গানগুলি প্রকাশিত হইলে এরূপ দুর্দ্দৈব ঘটিবার
ম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া যাইবে। এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার
হাও এক কারণ বটে।

সাধারণে এই গানগুলি স্নেহের চক্ষে দেখিলে আমি নিজেকে
তার্থ মনে করিব।

:বেনারস,
।। অগ্রহায়ণ,
১৩২১।

দীনদাস
কিরণচাঁদ।

উপহার।

অভিন্ন-হৃদয়

শ্রীযুত মাতানচাঁদ গোস্বামী—

প্রণয়াস্পদেষু।

প্রাণের মাতান!

ভাই, সংসার-দাবদগ্ধ প্রাণে সময় সময় তোমার নিকেতনে ছুটিয়া গিয়া যে শান্তি ও আনন্দলাভ করিয়া থাকি, আর কোথায়ও তাহা পাইবার আশা নাই। কোন্ ক্ষুদ্র কাননে তুমি কি এক নবীন পারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়া আপনার গন্ধে আপনি আমোদিত রহিয়াছ! তোমার ঐকান্তিকতা, তোমার প্রেম-প্রবণতা, তোমার মধুরতা এ সংসারে দুর্লভ।

বাল্যকালে কয়েকটী গান লিখিয়াছিলাম, বড় ভয়ে ভয়ে এতদিন পরে উহা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আমার এই গান কয়টী সাধারণের চক্ষে যেমনই হউক না কেন, তোমার নিকটে বিশেষ সমাদর পাইবে, তাহা আমি নিশ্চিত জানি। তাই তোমার মধুর স্নেহের ছায়ায় নির্ভয়ে জুড়াইবার ভরসায় এই "গানের খাতা প্রথম শতক" তোমাকেই উপহার দিলাম।

বেনারস
২২শে চৈত্র, ১৩২০।

তোমার ভালবাসায় মুগ্ধ
কিরণচাঁদ।

সূচিপত্র।

মহাত্মা গুরু নানকের অপূর্ব্ব গ্রন্থ

জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তির উৎস—

জপজী।

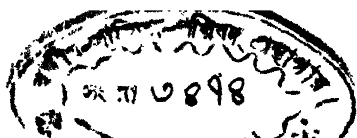
মূল শিখদিগের আদি-গ্রন্থ হইতে

বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা

ও

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সুললিত বাঙ্গালায় পদ্যানুবাদ।

যন্ত্রস্থ।



গানের খাতা

(প্রথম শতক)

—— ॰॰॰ ——

ওঁ হরিঃ ।

নাম—ব্রহ্ম ॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

শ্রীশ্রীনামব্রহ্মের আরত্রিক ।

(১)

মঙ্গল-আরতি ।

ভাঁয়রো—ঠুংরী ।

নাম ব্রহ্ম কি, মঙ্গল আরতি,

শঙ্খ করতালি বাজত ;

প্রেম-রসাশ্রয়, ভকত হৃদয়

জয়তি জয়তি বলি' নাচত

গানের খাতা।

জয় জটাধর, নমো তমোহর,
লম্বোদর পরমেশ্বর ;
প্রকৃতি পুরুষ, ব্রহ্ম পরেশ,
সচ্চিদানন্দ সুন্দর।
ধূপ-গুগ্গুলু, চন্দন গন্ধ,
মন্দ মন্দ বহত ;
জয়তি জয়তি, কর্পূর আরতি,
প্রণতি করহুঁ যত ভকত।
ভজ হরিনাম, কহ হরিনাম,
হরিনাম গান গাওত ;
ধ্যান হরিনাম, জ্ঞান হরিনাম,
জঞ্জাল সকল মিটাওত।
ভুবন-মঙ্গল, সাধক-সম্বল,
ভকত-বৎসল হেরত ;
দুর্জ্জন-তারণ, তাপ-নিবারণ,
নাম কি মহিমা সদা গাওত।
স্থাবর জঙ্গম, তরু বিহঙ্গম,
রঙ্গে হরিগুণ ভাষত ;
ফুল্ল ফুলদল, প্রেম প্রচারল,
অরুণ কিরণ ছলে হাসত।

(২)

ভোগ-আরতি।

মনোহর সাই—কাহারবা।

নমো কলি-মল-নাশন শ্রীহরিনাম।
শ্রীহরিনাম নমো জয় হরিনাম,
সত্যধর্ম্ম নামব্রহ্ম পূজা জপ ধ্যান।
যেই নাম সেই নামী অভেদ মুরতি,
জয়তি জটীয়া দেব নাম কি বিভূতি।
লম্বোদর পরমেশ পতিত-বান্ধব,
ভোগ রাগ লাগাওত ভকত হি সব।
স্থান উপস্করি' পূত আসন পাতিয়া,
নানা মত ভোগ যত রাখিল ধরিয়া।
সদ্য-ঘৃত-সিক্ত কিবা শালান্ন সম্ভার,
সৈন্ধব লবণ আনি' দিল একধার।
তিক্ত-নিম্ব-পত্র-ভাজা কুমড়া পটোল,
থোড় ভাজা শুক্তা আর গান্ধালের ঝোল।
মোচাঘণ্ট মনলোভা শাক বহুবিধ,
মুদ্গ ছোলা অরহর ডাল নানামত।
কালিজীরা দিয়া মরি কলায়ের বড়া,
আলু পটোলাদি যোগে ব্যঞ্জন লাফড়া।
কাগজিয়া নেবু আর অম্ল নানামত,
রসাল লেহন মরি আচারাদি যত।

দধি ক্ষীর নবনীত সঘৃত-পায়স,
পাণিতোয়া রসগোল্লা ছানার সন্দেশ।
ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ দিল পূরিয়া কটোরা,
ক্ষীরপুলি চুষিপুলি আর রসবড়া।
আম্র কলা কাঁটালাদি নারিকেল নোনা,
চির বেদনার স্মৃতি অমূল্য বেদানা।
মোহন হালুয়া ভোগ আর লুচি পুরি,
ভোগের সংঘট্ট যত কহিতে না পারি।
দক্ষিণে রাখিল ধরি সুবাসিত বারি,
ভোগের উপরে দিল তুলসী মঞ্জরী।
হুলুধ্বনি জয় জয় দেয় কুলবতী,
ভোজন করয়ে সুখে ত্রিজগত-পতি।
ভকত-বৎসল প্রভু ভকতজীবন,
ভকতের সুখ লাগি করয়ে ভোজন।
ভোজন হইল শেষ ভোজন হইল,
কমণ্ডলু ভরি দিল আচমন জল।
লবঙ্গ এলাচি আর শুষ্ক হরিতকী,
মুখবাস আনি দিল সেবক কৌতুকী।
আচমন করি প্রভু আসনে বসিলা,
মৃদুহাসি মুখবাস গ্রহণ করিলা।
সেবক ব্যজন করে আনন্দিত মন,
প্রেমিক ভকত করে পাদ সম্বাহন।

ভোজনের অবশেষ কি কব মহিমা,
কাঙ্গাল কিরণ যেন পায় এক কণা।

---

(৩)

সান্ধ্য-আরতি।

মনোহর সাই—পঞ্চম সোয়ারী।

নাম হি পরম ব্রহ্ম পরমা প্রকৃতি,
বিশ্ব চরাচর ব্যাপি' নাম কি আরতি।
কলি-কলুষ-নাশন নাম মকরন্দে,
পিয় হি পরমানন্দে ভক্ত-অলিবৃন্দে।
জয় হুঁ জটীয়াদেব প্রেম অবতার,
নামব্রহ্ম পূজা যোঁবা করলুঁ প্রচার।
দীপ ধূপ গন্ধ পুষ্প তোয় উপচারে,
প্রেমিক ভকত যত আরতি আচরে।
মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী ঘণ্টা শঙ্খ করতালি,
মধুর মধুর বাজে নাচে ভক্ত মিলি।
ভক্তিমতী কুলবতী দেঁও হুলুধ্বনি,
জয়রে জয়রে রব চারিভিতে শুনি।
শৈব শাক্ত গাণপত্য সৌর বৈষ্ণবাদি,
ভুবন-পাবন-নাম ধেঁয়ও নিরবধি।

সনক সনন্দ সনাতন ধ্যান-যোগে,
নামব্রহ্ম জপতহি অতি অনুরাগে।
জয় নাম জয় নামী অভেদ মূরতি,
কিরণ বিতরু' জীবে প্রকাশ বিভূতি।

---

(৪)

আসর বন্দনা।

একতালা।

কলুষ-নাশন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
এস এস প্রভু আসরে ;
ডাকি তোমারে, সকাতরে :—
এস তব সঙ্কীর্ত্তন বাসরে।
এস হে গৌর হে, এস হে আসরে ॥
প্রেম অবধূত এস নিত্যানন্দ,
এস সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র,
শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর সাথ, স্বরূপ রামানন্দ :
শ্রীশিখিমাহিতি মাধবী, রূসরূপ দেব দেবী.
ওগো, এস সবে আজি দয়া ক'রে ; —
বাজে করতাল মৃদঙ্গ রে।
পার্ষদ সাথে হে, এস হে গৌর হে ॥

রূপ সনাতন রঘুনাথদ্বয়,
শ্রীজীব গোপাল গোস্বামী এ ছয়,
অষ্ট কবিরাজ, দ্বাদশ গোপাল, চৌষট্টি মোহান্ত জয় ;
সঙ্গে লয়ে সাঙ্গ পাঙ্গ, এস এস শ্রীগৌরাঙ্গ,
মোরা, উদ্ধারিব তব নামের জোড়ে ;—
বল্‌ব হরেকৃষ্ণ রাম হরে।
স্মরণ কীর্ত্তন মনন শ্রীনাম ॥

ঝুলন।

গৌর এসহে, গৌর এস হে।
তোমার নিতাই অদ্বৈত সাথে, এসহে।
তোমার শ্রীবাস গদাধর সাথে,—
তোমার স্বরূপ দামোদর সাথে,—
তোমার রায় রামানন্দ সাথে,—
তোমার শ্রীশিখিমাহিতি সাথে,—
তোমার শ্রীদেবী মাধবী সাথে,—
তোমার ছয় গোস্বামীর সাথে,—
তোমার অষ্ট কবিরাজ সাথে,—
তোমার দ্বাদশ গোপাল সাথে,—
তোমার চৌষট্টি মোহান্ত সাথে,—
তোমার পার্ষদ ভকত সাথে,—
তোমার নিত্য সহচর সাথে,—

লোফা।

তুমি এস এস হে।

সোণার গৌরাঙ্গশশী, এস এস হে।

অধম পতিতে ডাকে,—

পাপী তাপী দুঃখী ডাকে,—

অজ্ঞান অবোধে ডাকে,—

কাঙ্গাল পাগলে ডাকে,—

কর্ম্মী জ্ঞানী তোমায় ডাকে,—

ভক্ত প্রেমিক তোমায় ডাকে,—

কলির জীব তোমায় ডাকে,—

একতালা।

কেন আস্‌বে হে, কেন আস্‌বে হে।

আমি সাধন ভজন জানি না, কেন আস্‌বে হে।

আমি স্মরণ মনন জানিনা,—

আমি ধ্যান ধারণা জানিনা,—

আমি জপ জানিনা তপ জানিনা,—

জলদ লোফা।

তোমায় আস্‌তে হবে হে।

পাপীর পাপ ঘুচাইতে, আস্‌তে হবে হে।

দুঃখীর নয়ন মুছাইতে,—

তাপীর তাপ মিটাইতে,—

তুমি ছাড়া আর কে আছে,—

লোফা।

যত মহাপাপী আমি, তত দয়াময় তুমি,

এ বড় ভরসা মম মনে ; (গৌর হে)

একতালা।

তুমি অধম-তারণ, পতিতপাবন,

—গৌর চাঁদ চাঁদ হে—

--আমার চাঁদ চাঁদ হে—

—সোণার চাঁদ চাঁদ হে—

এসে উদয় হও হে হৃদয় গগনে।

ঝুলন।

এসে উদয় হও হে।

আমার হৃদয়ের চাঁদ হৃদে এসে, উদয় হও হে।

আমার ভাঙ্গা ঘর আলো ক'রে,—

আমি হৃদয় আসন পেতে দিব,—

চরণ নয়ন জলে ধোয়াইব,—

আমি বদন পানে চেয়ে রব,—

আমি চরণ তলে বিকাইব,—

লোফা।

প্রভু, এস এস হৃদয় মন্দিরে ;—

বিরাজ অনন্তকাল তরে।

একতালা।

কিরণ পরাণে সরোজ আসনে ॥

(৫)

নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

(দোল-পূর্ণিমা উপলক্ষে থালিয়া শ্রীশ্রীভগবৎ কীর্ত্তন সমাজ কর্ত্তৃক গীত)

সন ১৩০৮ সাল -- ১০ই চৈত্র।

একতালা।

নদীয়া নগর আজি কেন টলমল।
সেঁচি' শচি-গর্ভ-সিন্ধু, প্রকাশিল পূর্ণ ইন্দু,
—পাপী নিন্দুকের চিতে ভয় বাড়াতে—
(জীবের) ভাবনা বিন্দু ফুরাল।
—ইন্দু প্রকাশিল—
—গেলরে, গেল আঁধার নিশি—
—গেল মোহের ছল।—
— পূর্ণ ইন্দুর, প্রকাশ হেরে—
জীবের ভাবনা বিন্দু ফুরাল।
ফাল্গুন পূর্ণিমা নিশি উদিল গৌরাঙ্গ-শশী,
——জীবের তমোরাশি নাশিবারে—
(ঐ দ্যাখ্) লাজে শশী মুখ লুকাল।
—শশী গ্রহণ ছলে—
—অকলঙ্ক, শশী হেরে—
— ঐ দ্যাখ্ কলঙ্কী চাঁদ—
— গোরাচাঁদের, উদয় হেরে—
ঐ দ্যাখ্ লাজে শশী মুখ লুকাল।

পাপী তাপী ছুটে চল, দুঃখের নিশি প্রভাত হ'ল,
—নেচে আয় ওরে জগৎবাসী—
(শুভ) হরিনাম ভবে এল।
—পাপী উদ্ধারিতে—
—প্রেম-ভক্তি দিতে—
—রস আস্বাদিতে—
—দিলরে, সোণার গৌর দিল—
—অযাচকে দিল—
—জীবের ঘরে ঘরে—
—কলিযুগে, জীবের সম্বল—
—বল নেচে নেচে—
—ভব পারে, যেতে স্বধু—
শুভ হরিনাম ভবে এল।

রূপক।

ভাইরে, গঙ্গাজল তুলসী দলে,
পূজি শ্রীপদ-তলে,
অদ্বৈত কেঁদে কয় এস প্রভু অবনীতে।

একতালা।

কলির জীবের দুঃখে, সীতানাথের ডাকে,
অবতীর্ণ ভবে।

ঝুলন।

ওরে পাপীর দুঃখ গেল—গেল রে,
দ্যাখ্ গৌর এল।

চিরদিনের মত, পাপীর দুঃখ গেল।
হরিনাম পেয়ে,—
সীতানাথের কৃপায়,—

ঝাঁপ।

কে কোথা আছ রে পাপী,
আয় ছুটে আয় রে,
ঐ দ্যাখ্ ক'রে হেলা, গেল বেলা,
আর সময় নাই রে।
আর থেক না রে, মোহ ঘুমের ঘোরে,
—একবার ভেঙ্গে নেশা দ্যাখ্‌রে চেয়ে—
—মনের ময়লা মাটি ফেল্ না ধুয়ে —
ঐ দ্যাখ্, গৌর এল নদীয়ায় রে।
—জীবের ভাবনা গেল—
—হরিনাম বিলাতে—
—রাধা প্রেম বিলাতে—
ডাকে পারের নেয়ে, ও জীব আয়রে দেয়ে,
—ভব পারে যেতে ভাবনা গেল—
—শোক্ পাপ্ তাপ সব ফুরাইল—
চল, নেচে নেচে পারে যাই রে।
—সাধন ভজন ছেড়ে—
—নামের ডঙ্কা মেরে—
—গৌর গৌর ব'লে—

ঝুলন।

শ্রীশচীনন্দন, জগত বন্দন,
জয় গোরা নটবর ;
নদীয়ার ইন্দু, প্রেম-সুখ-সিন্ধু,
ভাব রসের সাগর।
অরুণ লোচন, আধেক বচন,
আজানুলম্বিত ভুজ ;
অনর্পিত প্রেম, নিকষিত হেম,
বিলয়তি দ্বিজরাজ।
চন্দন চর্চ্চিত, মালা বিভূষিত,
নয়নে বহত নীর ;
জীবের লাগিয়া, কাঁদয়ে যোগীয়া,
হিয়া না মানয়ে থির।
পাষণ্ড-খণ্ডন, শ্রীভুজ মণ্ডন,
হাস বিকশিত গণ্ড ;
গাওত রোদত, হাসত নাচত,
কলিযুগ-ভুজগ-দণ্ড।

একতালা।

গৌরহরি ব'লে, নাচ বাহুতুলে,
—এস প্রেমানন্দে জগৎ ভু'লে—
—যোগ যাগের সাধন দাওরে ফেলে—
ভাইরে বন্দন্ জ'রে সবে হরি বল।

—প্রেমে নেচে নেচে—
—হরিবোল, ও তোর ভাবনা গেল—
—ঐ দ্যাখ্ দিন ফুরাল—
—বৃথা জনম গেল—
—গেলরে, সাধের জনম গেল—
—ঐ দ্যাখ্ গৌর এল—
—এলরে, সোণার গৌর এল—
—তিমির বিনাশিল—
—কিরণ প্রকাশিল—
—প্রেমের কিরণ, প্রকাশিল—
একবার গৌরহরি ব'লে নেচে চল।

---

(৬)

নগরসঙ্কীর্ত্তন।

(পঞ্চম দোল উপলক্ষে খালিয়া পশ্চিম পাড়া কর্ত্তৃক গীত)।

সন ১৩০৮ সাল—১৬ই চৈত্র।

একতালা।

হরিনাম দিতে, নিখিল জগতে,
এল নদীয়াতে, গোরা রায়;
ভাইরে, রবেনা ভাবনা, শমন যাতনা,
পাপী তাপী ছুটে, আয় রে আয়।

তাপিত আয় রে আয়, তৃষিত আয় রে আয়॥
দারা সুত ধন, নহেরে আপন,
প্রিয় পরিজন, পথের পরিচয়
তুমি, হারাওনা দিশা, ভাঙ্গরে এ নেশা,
আশা যদি মনে, পাইতে আশ্রয়।
ছাড়রে বাসনা, ভুল রে কামনা॥
মোহ ঘুম ঘোরে, পাপের বিকারে,
কেন আর প'ড়ে, আছ ভাই ;
ঐ দ্যাখ্, গোরাচাঁদ এল, ভাবনা ফুরাল,
হরি হরি বল, দিন যায়।
হরি বোল দিন যায়, হরি বোল দিন যায়॥

একতালা।

হরি ব'লে নেচে,—
ভাই ভাই মিলে চল রে ;
ওরে, আর বেলা নাই, নেচে চল ভাই,
দিন ফুরা'য়ে গেল রে।
যদি জনমিলে, মানব কুলে,
তবে কেন নাম ভুল রে ;
ঐ দ্যাখ্, ক'রে হেলা খেলা, ফুরাইল বেলা,
নাম-সুধারসে গল রে।
দু'দিনের আশা, এই ভবে আসা,
ভেঙ্গে নেশা হরি বল রে ;

হরি নামামৃত পানে, বিভোল পরাণে,
প্রেম-বারি পদে ঢাল রে।
ভবের ভাবনা, ত্রিতাপ যাতনা,
বাসনা মুছে ফেল রে;
ভাইরে, আর কিবা ভয়, হইয়ে সদয়,
আপনি হরি এল রে।

একতালা।

হরেকৃষ্ণ সাধ, মধুর সাধনা,
এড়াবে শমনের দায়।
ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম;
কৃষ্ণ অখিলের পতি, ভকত-পরাণ।
অনাথের নাথ হরি পতিত পাবন;
পাপী তাপীর ঘুচ্‌ল জ্বালা, হরি বল মন।
কে কোথা আছ রে পাপী আয় ছুটে আয়;
ধুলা মাটি ঝেড়ে ফেল, দিনত বয়ে যায়।
জাতির বিচার দূরে গেল এলরে নিতাই,
বাহুতুলে হরি ব'লে, নেচে চল ভাই।
এল রে নদীয়া-শশী ভাবনা ঘুচিল;
হরি ব'লে নেচে গেয়ে, ভবপারে চল।

একতালা।

এল, পাতকী তারিতে, প্রেমভক্তি দিতে,
যেন, যমকে ধরিল যমে;

ভুলে, মান অপমান, হও সমাধান,

ভাইরে, চল সবে শান্তিধামে।

—গেল আপদ বালাই—

একতালা।

ঐ দ্যাখ্, বেলা গেল, চল ছুটে চল,

—ও তোর হেলায় হেলায় দিন ফুরাল—

—মনের ময়লা মাটি ধুয়ে ফেল—

ঐ দ্যাখ্, ভবপারের নেয়ে, যায় তরী বেয়ে,

পাপী-তাপী ধেয়ে, আয় রে আয়।

গৌরাঙ্গ-কিরণ, মাখ রে পরাণ ॥

---

(৭)

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

ধামাল।

তোরা, আয়রে ভাই থাকিসনে ক' মোহেতে মগন ;

শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাগুণে এল ভবে সঙ্কীর্ত্তন।

—ওরে নগরবাসী—

শুনহে আশার বাণী ডাকিছেন সবে,

পাপতাপ মোহঘোরে কেন প'ড়ে রবে ;

ঐ ডাকে আয় আয় বলে, শুন নগরবাসীগণ।

—শুন কাণ পেতে—

খয়রা।

এস এস সবে।

মোহ মায়া ত্যজি'——

বৃথা বিষয়ে আর মজনা রে—

শুনরে আশার বাণী, বাণী শুনে কাঁদে পরাণী ;

কেন, বৃথা মোহপাশে, বৃথা সুখ আশে,

যেতেছ ছুটিয়া ত্যজি' এ বিভবে।

—শান্তি পাবে ব'লে—

বিষয়-গরল পিয়ে, জর জর তব হিয়ে ;

যদি, ত্রাণ পেতে চাও, চরণে লুটাও,

নাম-সুধারস পানে মজ তবে।

—হরি হরি ব'লে—

কেন ঘুমে অচেতন, জাগাও হৃদয় মন ;

তুমি, হরে কৃষ্ণ ব'লে, নাচ বাহুতুলে,

চির-শান্তি-পদ লভিবে ভবে।

—নাম গানে মজ—

লোফা।

ভাই রে,—

সংসার-আঁধার মাঝে তিনি প্রেম-জ্যোতি,

আঁধারে হারা'লে পথ পাবে জ্ঞান-বাতি ;

আঁধার পথে—

—হারাণ' পথ মিলে না মিলে না—

—ও সেই বাতি বিনে—

সংসারেতে দিবেন জ্ঞান-বাতি।

ভাই রে,—

আলোকের শিশু মোরা আঁধারেতে কেন,

আলো পা'বে ভজ সেই জ্যোতি-বিনোদন ;

আলো পাবে—

—গভীর আঁধার মাঝে রে—

—পথ হারা হ'লে—

ভজ সেই জ্যোতি-বিনোদন।

ভাই রে,—

তিনি অমৃতের খনি করুণা-নিধান,

ভুলি জ্বালা ধুয়ে মলা হও সমাধান ;

ভুলি জ্বালা—

—চিরদিনের মত রে—

—তাঁর পানে চেয়ে—

ভুলি সব হও সমাধান।

—সেই প্রেমময়ে রে—

—ত্যজি মায়া মোহ রে—

দশকুশী।

আজি, সকলে মিলি যতনে,

বাঁধিব গো সে রতনে,

সঙ্গোপনে পরাণের তারে

— অতি কঠিন ক'রে রে—

গাইব সে নাম গান,

— নাচিয়া নাচিয়া মোরা —

কর্‌ব প্রেম-সুধা পান,

উঠ্‌বে তান প্রতি ঘরে ঘরে।

শুন ভাই আশার বাণী,

—মধুর মধুর মধুর রে—

সবে কর জয়ধ্বনি,

এল নাম পাপী তরাবারে।

কর সবে নাম গান,

—সুমধুর হরি নাম রে—

হ'য়ে যাও সমাধান,

ডুব হরিনামের সাগরে।

একতালা।

আনন্দ-বদনে বল হরেকৃষ্ণ নাম রে।

আমরা যত জগাই মাধাই সবে পাব ত্রাণ রে;

বদন ভরিয়া কর হরিনাম গান রে।

—হরি হরি হরি রে—

—হরেকৃষ্ণ বল রে—

ভুলিয়া সংসার কর নাম-সুধা পান রে;

এতদিনে এল ভবে মধুর হরিনাম রে।

—বুঝি পাপী তরাইতে রে—
—বুঝি গোলোকে লইতে রে—
কে যেন আয় আয় ডাকে কাঁপায়ে পরাণ রে;
হরিনাম সুধারসে হও সমাধান রে।
—মিছে মোহ মায়া ত্যজ রে—
—মিছে পাপ তাপ ভুল রে—
— মিছে খেলা ধূলা ছাড় রে—

ধামাল।

ভুলিয়া অসার সুখ হও অগ্রসর,
নাচ গাও ডুবে থাক কেন লোক ডর;
ডুব দিলে প্রেম-অতলে, মিলিবে মিলিবে রতন।
—ওরে পাগল কিরণ—

---

(৮)

মান্দ্রাজি ভজন।

জয় জয় মুকুন্দ, মুরারী, দামোদর, শ্রীবাস;
গোবিন্দ, জগদানন্দ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীরূপ, সনাতন;
গৌরহরি কৃষ্ণ চৈতন্য, প্রবোধানন্দ;
অচ্যুত, ভকত প্রাণ, পণ্ডিত, প্রাণারাম, সাধকগণ-সাধন;
ভজ গৌরাঙ্গ-চরণ মন, তিনি বিশুদ্ধ, শান্তি-নিধান,
অভয়, বিজলী-অবতার;
জগজন-বন্দন, জগজন-রঞ্জন, পাপ-তাপ-ভঞ্জন বৈষ্ণবগণ;

নরোত্তম, বলরাম, সুন্দর, প্রেমময়, ধ্যানময়, মধুময়,
বিশ্বম্ভর, বিশ্বরূপ, চিন্ময়, নামগান কর কিরণ।

---

(৯)

শ্রীকৃষ্ণের নাম গান।

খাম্বাজ জঙ্গলা—লক্ষ্ণৌ ঠুংরী।

জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর,
জয় কৃষ্ণচন্দ্র করুণা সাগর ;
জয় চাণূর-মর্দ্দন গিরিধারী,
জয় রাধিকা-প্রাণধন মুরারী।
জয় মুকুন্দ শ্রীনন্দের নন্দন,
জয় যশোদার যাদু বাছাধন ;
উপানন্দের সুন্দর শ্রীগোপাল,
জয় রাখালের প্রাণ ব্রজবোল।
জয় সুবলের ঠাকুর কানাই,
জয় শ্রীদামের ধন রাজা ভাই ;
জয় সুদামের দারিদ্র্য-ভঞ্জন,
ব্রজবাসী রাখে নাম ব্রজ-প্রাণ।
জয় চিন্তামণি দেব চক্রপাণি,
জয় দেবকী-নন্দন যাদুমণি ;
ননিচোরা কহে ব্রজেন্দ্র গোপিনী,
কহে কেলেসোণা রাধা বিনোদিনী।

জয় কুব্জার পাপ-পাবন হরি,
চন্দ্রাবলীর মোহন বংশীধারী ;
জয় রসিক নাগর অনুপম,
হরি নিকুঞ্জ-বিহারী ঘনশ্যাম।
জয় গোপীমোহন কংশ-অরাতি,
জয় রাধিকা-রমণ ব্রজগতি ;
কমল বরণ কমল চরণ,
কমল বয়ান কমল নয়ন।
জয় সত্যভামার সত্যের রথী,
জয় জম্বুপতি-ধন যোদ্ধাপতি ;
কণ্বমুনি রাখে নাম চক্রপাণি,
বনমালি রাখে কাননে হরিণী।
জয় প্রহ্লাদের নৃসিংহ মুরারী,
জয় জয় দ্বারকানাথ দৈত্যারি ;
পুরন্দর রাখে দেব শ্রীগোবিন্দ,
দ্রৌপদীর দীনবন্ধু সদানন্দ।
জয় বিষ্ণু নারায়ণ দামোদর,
জয় কৃষ্ণ ঋষিকেশ পীতাম্বর ;
জয় দয়াময় বিপদ-বারণ,
জয় দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ।
জয় ক্ষীরোদশায়ী কমলাপতি,
জয় বিরিঞ্চি-ধন অগতির গতি ;

জয় বৈকুণ্ঠ-শোভন লোভন হে,
জয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ হে।
জয় উপেন্দ্র বামন মধুরিপু,
জয় বাসুদেব ত্রিবিক্রম স্বভূ;
জয় শ্রীবৎস-লাঞ্ছন দৈত্যারি হে,
জয় গদাপানি শ্রীপতি সৌরী হে।
জয় কেশব মাধব জনার্দ্দন,
জয় অচ্যুত গোবিন্দ বিশ্বক্সেন,
গজহস্তী রাখে শ্রীমধুসূদন,
অজামিল রাখে দেব নারায়ণ।
জয় পশুপতি দেব-দর্পহারী,
জয় সাধক-মন-মোহন-কারী;
জয় যুধিষ্ঠির ধন যদুবর,
জয় কাঙ্গাল-ঈশ্বর বিদুরের।
জয় সৃজন-পালন-লয়-কারী,
জয় অর্জ্জুন-সারথী মুরহরি;
জয় নারদের ভক্ত-প্রাণধন,
জয় ভীষ্মের শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ।
জয় বিশ্বামিত্রের জগত-সার,
জয় অহল্যার পাষাণ-উদ্ধার;
জয় দেব-দেব জগতের হরি,
জয় দেব-দেব রাম সদাচারী।

জয় দেব কল্পতরু হৃষিকেশ,
পতিত-তারণ হরি পীতবাস ;
জয় দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর,
ব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর।
তব অন্ত না পেয়ে অনন্ত নাম,
গর্গ ধ্যান-ধন তুমি কৃষ্ণধন ;
প্রভু অনাদি অনন্ত দেব তুমি,
পাপ-তাপ মোহ-বদ্ধ জীব আমি
হরিনাম বিনে কৃষ্ণনাম বিনে,
বিফলে জনম যায় দিনে দিনে ;
গেল দিন গেল গেল দিন গেল,
রাধা-কৃষ্ণপদ ভজনা না হ'ল।
কৃষ্ণ ভজিবার তরে ভবে এনু,
বৃথা মায়া-পাশে আমি বদ্ধ হৈনু ;
দারা সুত পরিবার বিষময়,
কেমনে পাইব সেই মধুময়।
কেমনে ভজিব কেমনে পূজিব,
আমি কেমনে ভবনদী তরিব ;
যদি পেতে সাধ রাতুল চরণে,
মজ নাম গানে মজ নাম গানে।
ভজ কৃষ্ণ নাম লহ কৃষ্ণ নাম,
কর কৃষ্ণ ধ্যান মম কৃষ্ণ প্রাণ ;

দেহ রাঙ্গা চরণ নারায়ণ হে,
কিরণের তুমি তব কিরণ হে।

---

(১০)

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা।

ভবে আর এমন দয়াল নাই,
হরি হরি বল সবে ভাই ;
ও মন, বল হরি, পরিহরি,
কুল শীল লাজ ভয়।
পিয়ে হরির নাম সুধা, ভবে নিবার ক্ষুধা,
নাম-সাগরে ডুবে থাক ভুলে বসুধা ;
ছেড়ে, মান অপমান, হও সমাধান,
প্রেমানন্দে নাচ ভাই।
হরি যার হৃদয় ধন, ভবে ধন্য সেই জন,
কায কি গো তার জপের মালা সাধন ভজন ;
সে যে, ডুবে ডুবে সুধা পিয়ে,
আনন্দের আর সীমা নাই।
সঙ্গে সাঙ্গপাঙ্গগণ, ঐ দ্যাখ্ গৌরাঙ্গ রতন,
অযাচকে যেচে দিল অনর্পিত ধন ;
তোরা; আয় কে আছ, দুঃখী তাপী,
ডাকিছে দয়াল নিতাই।
কেঁদে বলিছে কিরণ, তুমি শুন ওরে মন,

এই বেলা যাও ভবের ঘাটে ধর গে চরণ ;
তোর, আর কি শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা,
এড়াবি শমনের দায়।

(১১

ঝিঁঝিট ভাঙ্গা—একতালা।

কর দয়া কর, হে দয়া আকর,
দয়া কর দীন জনে ;
দুষ্ট দলন, শিষ্ট পালন,
কর তুমি নিজ গুণে।
ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং ভব ॥
হরি হে, ভব-সংসার-আগারে, বদ্ধ কারাগারে,
কোথা পতিত পাবন,
দিয়ে কৃপাকণা, এই দীনজনা,
উদ্ধার হে নিরঞ্জন ;—
শুনেছি আমি, শ্রবণে স্বামি, তুমি হে দীননাথ,
ত্রাহিমে ভব, কৃপাতে তব, আমি বিহীন সাথ ;
বাঁচাও সাধন বিহীন কিরণে।
ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং ভব ॥

---

(১২)

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা।

হরে কৃষ্ণ ব'লে, দু'বাহু তুলে,
চলরে ব্রজে চ'লে যাই ;
হরি বোল, হরি বোল,—
এমন মধুমাখা নাম হ'তে নাই।
—হরি নামের মত—
—গৌর নামের মত—
—কৃষ্ণ নামের মত—
—রাধা নামের মত -
আহা মরি হরি নাম নাহিক তুলনা ;
হরি বলে যাব চলে সাধিয়ে সাধনা।
দোমে দোমে জপ রে মন পেয়েছ যে নাম ;
অজপার যাগে সাধ নেহারিয়ে ঠাম।
বিষয়-বাসনা যত জলবিম্ব-প্রায় ;
এই ফোটে এই পুনঃ মিলাইয়া যায়।
ধন দারা পরিজন কিছুই না রবে ;
কি জানি দু'দিন বাদে কোথা যেতে হবে।
জগাই মাধাই ত'রে গেল মধুময় নামে ;
ঘুচিবে ত্রিতাপ জ্বালা মজ নাম গানে।
ব্রজের রতন মদনমোহন ত্রিভঙ্গিম ঠাম ;
কিরণ মজরে রূপে চল শান্তি-ধাম।

(১৩)

ঝিঁঝিট মিশ্র—একতালা।

মনরে আয়ুস্কাল পূর্ণ তোমার বল্‌রে হরিনাম ;
তাঁরে ডাক্‌লে শমন হবে দমন তিনি প্রাণারাম।
ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং হরি, বলরে মন বদন ভরি,
সুখে দুঃখে শোকে তাপে কর নাম গান :
ঐ দ্যাখ্‌ হৃদয় মাঝে ঐ বিরাজে গুপ্ত শান্তিধাম।
শয়নে বা জাগরণে, মজ মন নাম গানে,
ধন জন পরিজন স্বপন সমান ;
কিরণ অজপ যাগে থাক জেগে জানিয়ে সন্ধান।

---

(১৪)

রামপ্রসাদী—একতালা।

মন রে সদা বল হরি ;
যদি দিবি রে মন ভব পারি।
পঞ্চ ভূতের দেহ তব,
পাঁচ ভূতেতে লবে হরি ;
তখন, কেউ রবেনা সারা দিবেনা,
বিনা পাপ-তাপ-হারী।
হরিনাম মহামন্ত্র,
নিতাই দিল জগত ভরি ;
ওমন, এই বেলা নে আর পাবিনে,
শুভ যোগে দাও রে পারি।

সিদ্ধি সাধন গুরুর চরণ,
গুরু কিশোর কিশোরী ;
পাগল, কিরণ চাঁদে বলে কেঁদে,
কবে হ'ব অধিকারী।

---

(১৫)

আলাইয়া—একতালা।

হরি নাম কর মন, দিন ত বয়ে যায় রে ;
অজপ যাগে শুভ যোগে, মিল্‌বে রতন তায় রে।
নামে হ'লে একান্ত মন, তবে গুরু কর্‌বে গ্রহণ,
স্বরূপে দিবে দরশন, চরণ হবে আশ্রয় রে।
আশ্রয় মিলিবে যবে, ত্রিতাপ জ্বালা যাবে তবে,
সেবা অধিকার হবে, ঘট্‌বে রূপের দায় রে।
যদি চাও নিত্য দেহ, গুরু-চরণ ধ'রে রহ,
অন্তরে জাগাও বিরহ, কেহ তোমার নয় রে।
কিরণ চাঁদে কেঁদে বলে, নামের মালা পর গলে,
চরণে দাও প্রাণ ঢেলে, প্রাপ্তির এই উপায় রে।

---

(১৬)

রামপ্রসাদী—একতালা।

হরেকৃষ্ণ বল রে মন ;
যদি বাসনা এড়াবি শমন।

সচ্চিদানন্দ রূপে,
ডুবে থাক ভুলে আপন ;
মিছা, জাতির বিচার পর আপনার,
তাঁর কাছে নাই সে সব বাঁধন।
হ'য়ে খাটি পরিপাটি,
হৃদে ধর রাতুল চরণ ;
দয়াল, নিতাই চাঁদের প্রেম বাজারে,
কিনে লও রে রসের করণ।
ওরে হাবা রসে ডোবা
দেখ না রে রসিক যে জন ;
তুমি, রস তত্ত্বে হও প্রবর্ত্ত,
নিত্য ধনে কর যতন।
প্রেম-বাজারে বিকি কিনি,
উজল রসে ঢেউ আবর্ত্তন ;
এবার, কিরণ চাঁদে পড়্‌ল ফাঁদে,
ঘুচে গেল সাধন ভজন।

---

(১৭)

রামপ্রসাদী—একতালা।

আমি যুগল ভালবাসি ;
ওগো তাইত যুগল অভিলাষী।
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠাম,
শ্রীকরে মোহন বাঁশী ;

কিবা, রাধা-রূপে আধা ঢাকা,
এলায়ে চিকুর রাশি।
মধুর চাঁদিমা নিশি,
মধুর জ্যোছনা রাশি ;
কিবা, মধুর কিশোর কিশোরী,
বদনে মধুর হাসি।
যুগল শোভা মনলোভা,
অমিয়া পড়িছে খসি ;
যেন, মেঘের কোলে সৌদামিনী,
রূপে রূপে মিশামিশি :
ওরূপ স্বরূপ রূপ,
মাত্র ঐ যুগল শশী .
পাগল, কিরণ বলে সেবা মিলে.
হ'লে অনুগত দাসী।

---

(১৮)

মুলতান—একতালা।

আমি পাপের ছলনে, মরি বুঝি প্রাণে,
কোথা দয়াময় হরি হে ;
এ মহা যাতনা, সহিতে পারি না,
দেহ চরণ-তরী হে।

পাষাণ সমান আমার পরাণ,
তুমি প্রাণারাম দয়ার নিধান,
প্রেম-রস দিয়ে সিক্ত কর প্রাণ,
শুষ্ক ক্ষেত্রে সিঞ্চ বারি হে।
ষড় রিপু হ'ল প্রচণ্ড প্রবল,
তাই আজি মোর চোখে বহে জল,
রিপুর ছলনে যাই রসাতল,
তাই তোমারে স্মরি হে।
মায়া-মোহ ঘিরি হৃদি-চারিধার,
অবিশ্বাস তমো পূর্ণ প্রাণাগার,
আঁধারে ডুবিয়ে ডাকি বার বার,
তুমি ত অন্ধের নড়ি হে।
তুমি হে আঁধারে আলোকের মালা,
তুমি দয়াময় ভবার্ণব ভেলা,
পাপ-অনুতাপে হ'য়ে ঝালা-পালা,
কাতরে স্মরণ করি হে।
হৃদয়-গগনে তুমি ধ্রুবতারা,
ডাকি সকাতরে পাগলের পারা,
আঁধারে ধাঁধায় হয়ে দিশেহারা,
কিছুই ত নাহি হেরি হে।
শুনিয়াছি তুমি সকলের ত্রাতা,
বড় আশে তাই আসিয়াছি হেথা,

কেহ ত বুঝে না মম হৃদি-ব্যথা,
সকলেই যায় ফিরি হে।
পাপের ছলনে গিয়াছিনু চ'লে,
কি জানি কোথায় তব নাম ভুলে,
এবে আসিয়াছি তব পাদমূলে,
প্রাণে বড় আশা করি হে।
সম্মুখে অকূল তরঙ্গ উচ্ছ্বাস,
তাই দেখে মম লাগিয়াছে ত্রাস,
সকাতরে ডাকি ক'র না নিরাশ,
দেহ চরণ-তরী হে।
পাপ পথে আমি আর নাহি যাব,
চিরতরে তব দাস হ'য়ে রব,
তব নাম গান প্রাণ ভরে গাব,
কিরণ-তারণ হরি হে।

———

(১৯)

বাউলের সুর—একতালা।

হরি, প'ড়ে এবারে, পাপের মাঝারে, ডাকি সকাতরে;
দাও হে অভয়, দীন-দয়াময়, পাপ তাপ ঘোরে।
এসে ভবের মাঝে, কত বৃথা কাজে,—
আমার, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, তাই ডাকি তোমারে।

মায়া মোহ ঘোরে, ভুলেছি তোমারে,—
আমার, হয় না মনে, তোমা ধনে, ক্ষণেকের তরে।
ষড় রিপুর বশে, বদ্ধ অষ্ট পাশে,—
বল, কি করিব, কোথায় যাব, কে আছে সংসারে।
কামিনী কাঞ্চন, হেরি মুগ্ধ মন,—
ক'রে, বৃথা খেলা, গেল বেলা, মেতে স্মর-সরে।
শুনেছি শ্রবণে, তার পাপী জনে,—
শুনে, আশার বাণী, তাইত আমি, এসেছি দুয়ারে।
হেরিয়ে তরঙ্গ, হয়েছে আতঙ্ক,—
আমায়, রক্ষা কর, রক্ষা কর, ডাকি বারে বারে।
তুমি দয়াল ঠাকুর, কর যাতনা দূর,—
কিরণ, দীনদাসে, বেড়ায় ভেসে, অকূল পাথারে।

---

(২০)

খাম্বাজ বাহার—একতালা।

বিষয় বাসনা ছাড়রে কামনা,
হরেকৃষ্ণ হরি বলনা ;
যদি, পাইতে, বাসনা,—
তবে, সাধ সে মধুর সাধনা।
যদি, এসেছ এ ভবে তাঁহারে ডাকিতে,
নির্ব্বেদ সমাধি সাযোয্য লভিতে ;

তা' হলে, বিফলে,—

কেন, ভুলিয়া সে ধনে, বসিয়া বিজনে, দেখ শমনে ;

" নাম-সুধা-রসে ডুবে থাক না।

—কিরণ বিথারিয়ে—

---

(২১)

খাম্বাজ জঙ্গলা—লক্ষ্ণৌ ঠুংরী।

জীবন যৌবন, দারা পরিজন,

যত ধন জন, সকলি অসার ;

স্বপনের মত, ভাই বন্ধু যত,

সব হ'বে গত, যা' আছে তোমার।

ত্যজ মোহ মায়া, কর জীবে দয়া,

শ্মশানেতে কায়া, হবে ছারখার।

কর নাম গান, কর নাম গান,

কর নাম গান, হরিনাম সার।

কিরণ-কিরণ, কিরণ-তারণ,

কিরণ-পাবন, কিরণে উদ্ধার।

---

(২২)

দশ অবতার।

ঝিঁঝিট—একতালা।

নমো নারায়ণ, সাধু-সমাধান,

দুর্জ্জন-দম্ভ-দলন ;

যুগে যুগে যুগে, যুগ অবতারে,
বসুমতি-ভার-হরণ।
প্রলয়-পয়োধি-পয়স-নীরে,
মীন শরীর ধারণ;
বিহিত-বহিত্র-চরিত্র দেব,
বেদ উদ্ধার কারণ। ১
মধুকৈটভ-দানব-মেদে,
মর্ত্ত্য-মেদিনী-সৃজন;
নমো নিরঞ্জন কূর্ম্ম-রূপ,
ধাত্রি-ধরণী-ধারণ। ২
শূকর-শাসিত-শরীর দেব,
ধরণী-দশন-ভীষণ;
বিকট-দন্ত ভকত-শান্ত,
হিরণ্যাক্ষ-মারণ। ৩
হিরণ্যকশিপু-নৃপোদ্ধারে,
নৃসিংহ রূপ ধারণ;
ভৈরব-নাদ আধ-আধ,
প্রহ্লাদ-সাধ-সাধন। ৪
নমো বামন বালক-রূপ,
বলি-ভূপাল-ছলন;
চরণ-নখর-নীর-জনিত,
জন-পাবন-কারণ। ৫

ক্ষত্রিয়-শোণিত-স্রোত-প্রবাহিত,
বসুধা সিঞ্চন-কারণ ;
নমো ভৃগুপতি কুঠার সংহতি,
পাপ-তাপ-ভার-হরণ। ৬
নমো রাম নব দুর্ব্বাদল,
দশাশ্য-দর্প-দলন ,
পরম গতি সীতাপতি,
সাধু-সজ্জন-রঞ্জন। ৭
জলদ-শ্যামল-সুনীল-অম্বর,
কটীতটে ধটী শোভন ,
সিন্ধু-মধু-পান মদন-মোহন,
বলরাম হল-ধারন। ৮
করুণ কোমল হৃদয় কাঁদিল,
হেরি যাগে পশুঘাতন ,
অহিংসা-প্রচার বুদ্ধ-শরীর,
বেদ-অপবাদ-ঘোষণ। ৯
কলি শেষে-শেষ-শায়ী-শেষ,
ম্লেচ্ছ নিধন-কারণ ,
বাহন-অশ্ব বিকট-হাস্য,
ভীষণ খড়্গ-চালন। ১০
পাগল কিরণ করিছে রোদন,
কোথা হে কিরণ-কিরণ ;

তোমার মাধুরী শিখাও শ্রীহরি,
স্মরণ মনন ধ্যান।

---

(২৩)

*কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা।

হরিনাম কি সুমধুর রে ভাই ;
নামে, পাষাণ গলে ভাসে শিলা,
মর্‌লে নবীন জীবন পাই।
নামে আঁধার টুটে, প্রেমের শশধর ফুটে,
নবালোকে হৃদয় মাতে নামেরি ঠাটে ;
নামে, যমকে যেন যমে ধরে,
মানে না সে ডাক দোহাই।
নামটী বল্‌তে সুমধুর, পাপ তাপ হয় রে দূর,
অহঙ্কারে মত্ত জনার দর্প করে চূর ;
তখন, পদতলে পড়ে চ'লে,
জাতি কুলের বিচার নাই।
যত মনেরই গরল, নামে দূরে যায় সকল,
ভবনদী পারি দিতে অনন্ত সম্বল ;
ভাইরে, ছাড় ছলা নামের মালা,
(চল) গলায় দিয়ে ব্রজে যাই।
ঐ নাম গোপনে ছিল, নদেয় উদয় হইল,
নামের বলে আচণ্ডালে গোলোকে গেল ;

গৌর, নাম বিলা'ল জীব তরা'ল,
সঙ্গে অদ্বৈত নিতাই।
পাগল কিরণ চাঁদে, এবার পড়িল ফাঁদে,
কেন এল কি দেখাল মরি যে কেঁদে;
ঐ দ্যাখ্, নদের গোরা পড়্ল ধরা,
আর পারের ভাবনা নাই।

---

(২৪)

রামপ্রসাদী—একতালা।

পুড়ে মলেম বিষয় বিষে;
গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে।
গুরু-দত্ত সাধনের-ধন,
না সাধিলাম রিপুর বশে;
বৃথা, মর্কট-বৈরাগ্য নিয়ে,
কেমনে যাইব দেশে।
কামে মত্ত ভুলে তত্ত্ব,
দিন গেল রে রতি-রসে;
কবে, বিষয় ছেড়ে কৌপিন প'রে,
ঘর ত্যজিব দণ্ডী বেশে।
বলে কিরণ সাধনের ধন,
সাধ রে মন শ্বাসে শ্বাসে;
ও সে, রূপ হেরিবে ত'রে যাবে,
সখী হ'বে রসের রাসে।

(২৫)

খাম্বাজ জঙ্গলা—লাঙ্কা ঠুংরী।

হরেকৃষ্ণ সাধ, মধুর সাধনা,
অন্ত বোল গণ্ডগোল, হরিবোল বিনা।
ভুলে কুলমান, হও সমাধান,
কর নাম গান, ধেয়ান ধারণা।
কাম তিমিঙ্গিলে, যেন নাহি গিলে,
কাঁদ হরি বলে, রবে না কামনা।
মধুর মধুর, মধুর মধুর,
নাম সুমধুর, তা' কি গো জান না।
দাও প্রাণ ঢেলে, পূত পদতলে,
কিরণ পাগলে, সে নাম ভুল না।

---

(২৬)

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

কর নাম সার ;
হরিনাম-মালা গলে পর কণ্ঠহার।
নাম-সরে ডুবে থাক, আর কভু উঠনাক'
নিরজনে চেয়ে দেখ যাবে হাহাকার।
ভেসে যাও সে হিল্লোলে, ঘুমে থাক তাঁরই কোলে,
গগন ভেদিয়া কর নামের হুঙ্কার।

বলে পাগল কিরণ, কেন চোখে দুঃস্বপন,
সঁপে দাও তনু মন ঘুচিবে বিকার।

---

(২৭)

প্রভাতী—ঠুংরী।

জয় রাধে কৃষ্ণ জয় শ্রীগোবিন্দ সদা গাও ;
হরেকৃষ্ণ হরেরাম, নামে মন মাতাও।
নব প্রভাতে সুখে, রাধে বল মুখে,
সে প্রেম-সায়রে ভেসে যাও ;
কিবা মোহন মূরতি, জিনি রতি-পতি,
সে রূপে পরাণ ডুবাও।
কিবা ময়ূর-পাখা, ত্রিভঙ্গ বাঁকা,
মনোরম রূপ ধেয়াও ;
পিন্ধনে পীতধরা, গোপিনী মনচোরা,
মোহনিয়া রূপে ডুবে রও।
রাধা বিনোদিনী, কণক-বরণী,
ফণিময় বেণী দোলে হায় ;
যাচত দীনদাস, কিরণের মন-আশ,
দয়া ক'রে যুগলে মিটাও।

---

(২৮)

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—খেম্‌টা।

গৌর অনুগত হও রে মন ;
মনের সাধে, কেঁদে কেঁদে,
লুটাও জীবন পাবি চরণ।
প্রেমে হয়ে বৈরাগী, তাঁরে লয়ে থাক জাগি,
নিরিখ ধ'রে, থাক্‌না প'ড়ে,
ফুরিয়ে যাবে সাধন ভজন ;—
অজপা যাগে, অনুরাগে,
সাধরে পাগল কিরণ!

---

(২৯)

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—খেম্‌টা

আয় রে আয় হরি ব'লে,
প্রেমে গ'লে নেচে আয় ;
ডাক্‌লে তাঁরে দয়া ক'রে,
রাখ্‌বে তোরে রাঙ্গা পায়।
কাজ কিরে ছার বিষয় আশা,
হরিপদে লওরে বাসা,
মনে কর শেষের দশা,
সে বিনে আর কেহ নাই ;—

পাগল কিরণ কি কর রে,
প্রাণ সঁপে দাও রাঙ্গা পায়।

---

(৩০)

দেশ মিশ্র—একতালা।

গোপিনী-মোহন, রাধিকা-রমণ,
রসময় রাসবিহারী ;
প্রণত-ক্লেশনাশায়,
নমামি ত্রিতাপহারী।
জয় রাধে শ্রীরাধে জয় রাধে গোবিন্দ ॥
পরম-দেব দেব-দেব,
সেবক-সেবা-শোভন,
কলুষ-ত্রাস শমন-ফাঁস,
বাসনা-নাশ-হাসন ;
বৃন্দাবন-জীবন, কাঙ্গাল কিরণ-কিরণ,
সাধকের হৃদয়-বিহারী ;——
জয় জয় মুরলীধারী।
জয় রাধে শ্রীরাধে জয় রাধে গোবিন্দ ॥

---

(৩১)

বেহাগ মিশ্র—একতালা।

ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে, মাথা মুড়াইয়ে,
কবে বা সে দেশে যাব ;

হৃদয়-রতনে, প্রেমের নয়নে,
হৃদয়ে দেখিতে পাব।
সার হবে কবে করোয়া কৌপিন,
কবে মুছে যাবে বিষয়ের চিন ;
মধু বৃন্দাবনে, বনে বনে বনে,
বাঁশরী গানে মাতিব।
কিরণের আশা কবে বা মিটিবে,
ব্রজ-রজঃ কবে হৃদয়ে মাখিবে ;
দিয়ে করতালি, ফিরি গলি গলি,
মাধুকরী মেগে খাব।

---

(৩২)

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

শুন রসিকশেখর প্রাণ-গৌরহরি ;
আমায়, কর আপন, হে প্রাণধন,
দেখাও স্বরূপ মাধুরী।
উজল রসের ঘন আবর্ত্তন,
সে যে, বিলাস মাখা, আকাশ ঢাকা, মুরতিমোহন,—
যুগল শশী আছে নিমজ্জন ;
পাগল, কিরণ চাঁদে, বলে কেঁদে,
ছাড় নাগর চাতুরী।

---

(৩৩)

বিভাস—একতালা।

বল বল কি অভাবে এলে নদীয়ায় ;
শুধিতে কিসের ঋণ হইলে নিমাই।
কোথা তব বৃন্দাবন, কোথা বা সে গোপীগণ,
কোথা সে বাঁশরী গান, কদম তলায়।
কোথা বা সে পীতধড়া, কোথা রইল মোহন চূড়া,
কোথা সুবল সুদাম তারা, কোথা বলাই ভাই।
মধু বৃন্দাবনে ছিলে, কেন কেন ন'দে এলে,
কাল ছিলে গৌর হ'লে, কাহার মানের দায়।
কিরণ বলে জানি রঙ্গ, ধার শুধিতে এ গৌরাঙ্গ,
শিখাইতে প্রেমের মর্ম্ম, হইলে উদয়।

---

(৩৪)

পঞ্চমবাহার—একতালা।

অযপার যাগে, প্রেম অনুরাগে,
শুভযোগে দেশে চল ;
রসের করণ, কররে যাজন,
ভাবাবেশে চল চল।
দূরে ফেলে দিয়ে কাম অভিমান,
সাধ সে সাধনা মন্ত্র প্রাণায়াম,
কুণ্ডলিনী—মহারাণী,

জাগাও সে ধ্বনি, রিপুকুল জিনি ;—
অগ্নি রবি চাঁদের বলে,
ত্রিতলে সে রূপ আপনি উছলে,
প্রেমদলে, রংমহলে,
গুপ্ত মেলা, হের সে খেলা ;
জাগরে কিরণ পাগল।

---

(৩৫)

কীর্ত্তনভাঙ্গা—একতালা।

পারের তরী লেগেছে তীরে ;
ভাইরে, কাতর প্রাণে করুণ স্বনে
ডাকলে নিতাই পার করে।
তরীর অনুপম শোভা, সাধকের মনোলোভা,
বামন চামার নাইক' বিচার, জ্ঞানী কি হাবা ;
বাকী কেউ না রবে, সবাই যাবে,
ডাকিলে ভক্তিভরে।
ছেড়ে বিষয়-বাসনা, ভাইরে পারে চলনা,
তুমি বা কার কেবা তোমার, নাইক' ঠিকানা ;
তুমি দিন থাকিতে, চল ঘাটে,
হারাবে পথ আঁধারে।
তরাইতে সঙ্কটে, তরী লেগেছে ঘাটে,
ত্রিতাপ-তারণ নিতাই চরণ, ধর গে' এঁটে ;

ঐ স্থাখ্ হাল ধরিয়ে, নিতাই ডাকে,
আয় কে কে যাবি পারে।
ঘুচ্‌ল আশক্তির খেলা, ভাঙ্গল মমতার মেলা,
ছুটল নেশা কাঁদা হাসা, বাসনার দোলা ;
ঐ স্থাখ্ নিতাই এল, ত্রিতাপ গেল,
(ঘরে) সদানন্দ বিহরে।
পাগল কিরণের আশা, ঐ চরণ ভরসা,
মায়ার ফাঁদে মরি কেঁদে, হারায়ে দিশা ;
তাই কি দয়া ক'রে, আন্‌লে তরী,
তরা'তে এ পামরে।

---

(৩৬)

ঝিঁঝিট—একতালা।

কিশোরী মোহন, কামনার ধন,
কাতরে করুণাকারী ;
কালিয় দমন, কেশী নিসূদন
কৃষ্ণ-কালী কংসারি।
রসিক-রস-রাসবিহারী,
রসিকা-রাধিকা-রমণ হরি ;
রসের শেখর, রসিক নাগর,
রমা-হৃদয়-চারী।

নন্দের নন্দন নিখিল-কারণ,
নায়িকা-নায়ক নন্দক-ধারণ ;
নরক-ত্রাস, নারকী-কাঁস,
নাগর-নগর-নাগরী।
দীন দাসে দাস্য দাও দেবঠাম,
পাগল-পালক পীত-পরিধান ;
কিরণ চন্দ্র, কিঙ্করে বিন্দু,
করুণা-সিন্ধু হরি।

---

(৩৭)

ঝিঁঝিট—একতালা।

অনাদি আদি ইন্দ্রাবরজ
ঈশান-হৃদয়-মোহন ;
উমাপতি-পতি উরুজগতি
ঋতু-ষড়-ভূষণ।
'ঌ'কার-রূপি একমাত্র
ঐরাবত-পতি-দলন ;
'ওম্'-বাসী-দেব ঔ-স্বরূপ
অংশ-কলা অঃধন।
স্বরগবাসী বাসুদেব
সৃজন-লয়-পালন ;
সর্ব্ব-শক্তিমান বিভু
ত্রিজগত-কারণ।

নমো দেব দেব-দেব
বাসুদেব শোভন ;
পাগল কিরণ চন্দ্র
দীনদাস-পাবন।

---

(৩৮)

ভাঁয়রো—ঠুংরী।

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ
শ্রী অদ্বৈত বল।
প্রেমে গলে রাধা ব'লে,
ব্রজধামে চল ;
যুগল রূপে সে প্রেম-স্বরূপে,
চিরদিন তরে গল।
নিত্য ব্রজপুরে সেবা অধিকারে,
সখী-অনুগত হ'য়ে চল ;
চিত্ত-বিনোদন মদন-মোহন,
কেন কেন তাঁরে ভুল।
ভয় ভাবনা অসার কামনা,
রাধা নামে দূরে গেল ;
শ্রীনন্দনন্দন কিরণ-কিরণ,
শমন ভয় দূরে গেল।

---

(৩৯)

ভাঁয়রো—ঠুংরী।

রাধিকা-রমণ গোপিনী-মোহন,
শমন-দমন-কারী ;
ব্রজেন্দ্র-নন্দন যশোদা-জীবন,
বিজন-বিপিন-বিহারী।
নিত্যানন্দ প্রেমকন্দ,
মায়ানন্দ-হারী ;
নিতাই, আপনি মালি মাথায় ডালি,
প্রেম অধিকারী।
রজনী পোহাল গা তোল গা তোল,
বল বল গৌর হরি ;
দেখ, ভানুর কিরণে সে প্রেম রতনে,
(লহ) যতনে চরণ-তরী।
মহাদেব মহাবিষ্ণু,
শ্রী অদ্বৈত পুরী ;
জীবের দশা মলিন দেখিয়া
যে আনিল গৌর-হরি।
শ্রীগুরুদেব পতিত-বান্ধব,
তমো-বিনাশকারী ;
কিরণ-কিরণ অখিল-তারণ,
নাম-ব্রহ্ম-রূপ-ধারী।

(৪০)

মিশ্র পঞ্চমবাহার—একতালা।

কাঙ্গালে কাঁদিছে খেদে কর গো করুণা ;
মায়া-ফাঁদে প্রাণ কাঁদে সহেনা যাতনা।
দেখিতে তোমার আনন, প্রাণ মন উচাটন,
কত দিনে হৃদি-বনে পাব তব দরশন ;
সন্ধ্যা হ'ল দিন ফুরাল আশা মিটিল না।
হৃদি-বৃন্দাবনে এস, সরোজ-আসনে বস,
পদ্মবনে রাধা সনে নয়নে নয়নে হাস ;
দেখে হাসি তমোরাশি রবে না রবে না।
দূরে যাবে শোক জ্বালা, ঘুচে যাবে মোহের খেলা,
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দে গুপ্ত আনন্দের মেলা ;
এ বাসনা কেলেসোণা বুঝি মিটিল না।
চেয়ে দেখ প্রাণেশ হে, মরি তোমার বিরহে,
হুতাশনে মনাগুনে কিরণ-জীবন দহে ;
যদি মরি প্রাণ হরি কেহ নাম লবেনা।

---

(৪১)

সুরট মল্লার—একতালা।

নীল-তরু মূলে, ঈষৎ বামে হেলে,
দাঁড়াইয়ে বুঝি ঐ শ্যামরায় ;
অধরেতে বাঁশী, মৃদু মৃদু হাসি;

বঙ্কিম নয়নে পথ পানে চায়।

—বুঝি মোর লাগি—,

নবঘনশ্যাম অসীম মাধুরী,
বয়ানে সুহাসি নয়নে চাতুরী,
কাহার লাগিয়ে ব্যাকুল হইয়ে,
মুরলীর তানে ডাকে উভরায়।
পীতধড়া পরা গলে বনমালা,
চরণে কালীন্দি আনন্দে বিভোলা,
শুনিয়ে বাঁশরী সুখে শুকসারী,
মুখোমুখী ডালে ভুলে চেয়ে রয়।
কেন গো নয়নে জাগে রূপরাশি,
পরাণ মাঝারে বাজে যেন বাঁশী,
যেন শ্যাম-বাঁশী কহে মোরে হাসি,
এস হে চরণে লহরে আশ্রয়।
যত আমি কাছে যাই প্রেমভরে,
তত যেন বাঁশী বাজে আরো দূরে,
এত যদি মনে তবে কেন টানে,
পাগল করিয়ে নাচায়ে বেড়ায়।
কিরণের প্রাণে প্রণয়-কিরণে,
উজল হে বঁধু প্রেম-বিকিরণে,
বল কোন্ প্রাণে ছেড়ে তোমা ধনে,
কি নিয়ে রহিব দুঃখের ধরায়।

(৪২)

ঝিঁঝিট মল্লার—একতালা।

সুন্দর সুন্দর রূপ,
প্রেমে মগ্ন হও আমার মন ;
সুন্দর নয়ন সুন্দর বদন,
সুন্দর মাধুরী সুন্দর চরণ।
শয়নে স্বপনে জপরে নাম,
নিরজনে বসি কর রে ধ্যান,
জীবনে মরণে ভজ অবিরাম,
প্রাণারাম হরি হৃদয়-ধন।
ঘোর কলিযুগে জীবের লাগিয়া,
অযাচিত নাম এল রে সাধিয়া,
আর কত কাল রহিবে ভুলিয়া,
জাগিয়া দেখ রে শিয়রে শমন।
ধন্য কলিযুগ চারিযুগ মাঝে,
যে যুগে দয়াল নাম-প্রেম যাচে,
আলিঙ্গন দেয় যারে পায় কাছে,
হেন স্বর্ণযুগ হবে কি কখন।
মোহ মলিনতা বিষয় বাসনা,
নাম গানে মন রবেনা রবেনা,
আর গতি নাই তা' কি গো জাননা,
কলিকালে হরিনাম কেবলম্।

রসনায় বল তারক-ব্রহ্ম নাম,
হৃদয়ে দেখরে প্রেম-রূপ-ঠাম,
অজপার যাগে জপ অবিরাম,
কিরণে মিশায়ে সে প্রেম-কিরণ।

---

(৪৩)

ঝিঁঝিট—একতালা।

সুমধুর স্বনে, বাঁশরীর গানে,
কে যেন ডাকিয়ে যায় গো ;
জগতের লোক, ভুলি তাপ শোক,
দেখিতে তাঁহারে ধায় লো।
শুনে আশাবাণী শুভ সমাচার,
ঘুচিল জীবের মোহ হাহাকার,
ত্রিজগতে যত পাপীদের ভার,
সে কেন সাধিয়া বয় গো।
কে গো তুমি ব'সে হৃদয় মাঝারে,
কি বলিয়ে বল ডাকিব তোমারে,
তুমি, পুরুষ কি মেয়ে খুঁজিতে গিয়ে,
বিরিঞ্চি হল তন্ময় গো।
কেউ বলে তুমি ভাস্কর সবিতা,
কেউ বলে গণপতি সিদ্ধিদাতা,

কেউ বলে ঈশ ভোলা মহেশ,
গিরিশ মৃত্যুঞ্জয় গো।
কেউ বলে তুমি জগৎ-মাতা,
কেউ বলে হরি অধম-ত্রাতা,
এ যে, বিষম ফাঁকি বুঝিব বা কি,
কিরণ ভেবে না পায় গো।

---

(৪৪)

আলাইয়া—একতালা।

তোমার বিভূতি দেব জীবে কি বুঝিতে পারে;
শৈব শাক্ত গাণপত্য সৌর বৈষ্ণবাদি হারে।
নাম-ব্রহ্ম রূপি তুমি, সচ্চিদানন্দ বাখানি,
তুমি হে জগত স্বামী, সে কিশোর কিশোরী রে।
তুমি ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম, তুমি ধ্যান তুমি ধর্ম্ম,
প্রণব না জানে মর্ম্ম, অবুদ্ধ তুমি সংসারে।
প্রবর্ত্ত সিদ্ধি সাধন, সব তব শ্রীচরণ,
সৃজন লয় পালন, অঙ্গুলী হেলনে করে।
তুমি বিদ্যা তুমি বুদ্ধি, তুমি ঋদ্ধি তুমি শুদ্ধি,
তুমি মহিমা-প্রলব্ধি, সাধ্যে সিদ্ধগণ হারে।
তুমি সত্য তুমি নিত্য, তুমি অনিত্য অনৃত্য,
স্বতন্ত্র হে তব তত্ত্ব, নির্লিপ্ত পুরুষ হয়ে।

তুমি স্বর্গ তুমি সর্ব্ব, তুমি যশ তুমি গর্ব্ব,
গুণময় গুণাতীত, অপ্রতিম-প্রতিমা রে।
তোমা বই কেহ নাই, তোমা ছাড়া কিছু নাই,
কিরণ চরণ চায়, জয় শ্রীগুরু তোমারে।

---

(৪৫)

রামপ্রসাদী—একতালা।

গুরু কেমন চিন্‌লে না মন;
তবে কেমনে সাধিবে সাধন।
সাধন-মূলে গুরু-কৃপা,
না হ'লে ত হয় না কখন,
গুরু-ব্রহ্ম গুরু-সত্য,
চিন্ত চিত্ত গুরুর চরণ।
নৈষ্ঠিক হইয়া ভজ,
শ্রীগুরু পতিত-পাবন;
ব্রহ্ম-গুরু কল্পতরু,
ভক্তি মুক্তি তাঁর শ্রীচরণ।
গুরু-সেবা মহা কর্ম্ম,
সেই সে মোক্ষ লাভের কারণ;
জ্ঞানালোকে হৃদয় মাঝে,
কররে স্বরূপ দরশন।
প্রাণের মাঝে বাঁশী বাজে,
ত্রিভুঙ্গ মুরলী-মোহন;

সে রূপ শ্রীগুরুরূপ,
তত্ত্ব কথা কর শ্রবণ।
কিরণ চাঁদে বলে কেঁদে,
কবে হবে রূপ দরশন;
ছেড়ে গৃহ-ধর্ম্মে বিরজার হোমে,
শিখা-সূত্র কর্‌ব ভক্ষণ।

---

(৪৬)

মূলতান—আড়া।

আর কত কাঁদাবে প্রভু তাপিত এ দুঃখীজনে;
বিফল জনম মম তব স্নেহ-কৃপা বিনে।
সত্য মহাপাপী আমি, অবিশ্বাসী নিম্নগামী,
তবু তুমি হৃদয়-স্বামী, এ বড় ভরসা মনে।
কত জনে তোমা পেল, আনন্দে তরিয়া গেল,
আমি কি পাবনা বল, তব রাতুল চরণে।
কবে মম পূরিবে সাধ, কবে কর্‌বে আত্মসাৎ,
প্রাণের ঠাকুর নাথ, কর করুণা কিরণে।

---

(৪৭)

লুমথাম্বাজ—যৎ।

ঠাকুর, তব শরণ লইব;
কর হে দূর মম মানস-সংশয়,
তা' হইলে দরশন পাব।

পাপ মোহের ঘোর দূরেতে রাখি,
তোমার নাম জপিব ;
সুখ দুঃখ মাঝে রহিব অটল,
তব গুণ গাইব।
বাহু পশারি' দিব যত দুঃখী তাপীরে কোল,
জাতি বিচার ভুলে যাব ;
মিলিয়া কিরণে তোমার মহিমা,
গাব আর সুখে নাচিব।

---

(৪৮)

খাম্বাজ বেহাগ—খং।

জয় শ্রীবিজয়।
——বিজয় বিজয় বিজয়——
——প্রণতঃ-ক্লেশনাশায়——
——ঠাকুর মঙ্গলময়——
কৌষিক-বাস-পরিধেয় ;—
মধুর মধুর হাস প্রেম-রসময়।
জটাজুট শোভিত, তিলক চর্চ্চিত,
কণ্ঠে মালা বিলম্বিত ;
দণ্ড করোয়াধারী পতিত-আশ্রয়।
স্বর্ণময়ী-নন্দন যোগমায়া-জীবন,
সাধক-সাধন-ধন জয় ;
তনু-মন-পরাণ-জীবন-ময়

জয় লম্বোদর, যুগ-অবতার,
যোগী-জন-জীবন-জয় ;—
রাতুল চরণে, রাখ হে কিরণে,
নাম-সমাধি-ধ্যানে, কর মধুময়।

(৪৯)

ঝিঁঝিট—একতালা।

জয় জয় জয়, জয় শ্রীবিজয়,
তুমি প্রেমময় মঙ্গল-আলয় ;
তুমি প্রাণময়, আনন্দ-তনয়,
তুমি সৎ তুমি সাধক-আশ্রয়।
তুমি পাতকীর জীবন-ধন,
তুমি ভকতের পরম রতন,
তুমি বৈষ্ণবের ব্রহ্ম-সনাতন,
মদন-মোহন রাস-রসময়।
তুমি হে শাক্তের শক্তিরূপিনী,
তুমি হে শৈবের শিব-শূলপানি,
তুমি গাণপত্য গণপতি মানি,
সৌর সূর্য্যরূপে তব স্তুতি গায়।
প্রকৃতি পুরুষ সকলই তুমি,
সৃজনকর্ত্তী বিশ্ব-বিনাশিনী,
চারিদিকে তোমা বন্দে দিন যামী,
পিতা মাতা স্বামী সখা ভ্রাতা জয়।

তুমি হে বিরিঞ্চি সৃজন-কারণ,
তুমি মহেশ্বর ময়-বিনাশন,
তুমি নারায়ণ জগত-পালন,
ত্রিগুণ-অতীত তুমি মধুময় .
কিশোর কিশোরী যুগল রতন,
তুমি প্রাণসখা মঞ্জরীর গণ,
তুমি নদীয়ার শ্রীগৌরাঙ্গ-ধন,
কিরণ-কিরণ জয় গুরু জয়।

---

(৫০)

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

হৃদয়-নিকুঞ্জমাঝে হের শ্রীবিজয় ;
শ্রীগুরু পরমকৃষ্ণ যুগল-আশ্রয়।
যতনে পরাণ কোণে, রাখ তাঁরে সঙ্গোপনে,
কেহ যেন নাহি জানে নিভৃত নিলয়।
শ্রীগুরু শমন-ত্রাতা, প্রভু সখা পিতা মাতা,
স্বামী সে আরাম-দাতা মঙ্গল-আলয়।
আমি দাস তুমি প্রভু, আমি ক্ষুদ্র তুমি বিভু,
প্রাণসখা প্রিয়-স্বামী জয় মধুময়।
তোমার নিখিল বিশ্ব, তুমি গুরু আমি শিষ্য,
দাও অনুগত দাস্য নিত্যের আলয়।
কি আর জানাব আমি, সকলই ত' জান তুমি,
গোপনে দীন কিরণ পূজিবে তোমায়।

(৫১)

বেহাগ—একতালা।

আমি এসেছি একা ;
এ জগত মাঝে, কে আমার আছে,
দয়া ক'রে মোরে দিবে কি দেখা।
দারুণ বিষাদে এ হৃদয় কাঁদে,
মুছায়ে নয়ন কেহ ত না সাধে,
কেহ ত বুঝেনা হৃদয় বেদনা,
এ যাতনা আর যায়না রাখা।
কেহ নাই মোর এ তিন সংসারে,
আমার ব'লে আর ডাকিব কাহারে,
কে বু'ঝে বেদনা করিবে সান্ত্বনা,
কবে মধুবাণী মমতা মাখা।
একা আসিয়াছি একা যেতে হবে,
কেহ কি আমার ব্যথা না বুঝিবে,
হৃদয়ের ঘরে চিরদিন তরে,
থাকিবে কি প্রাণে গোপনে ঢাকা।
কোথা দয়াময় প্রেমের ঠাকুর,
মম হৃদয়ের জ্বালা কর দূর,
ছিন্ন কর ডোর অহং কর চুর,
হংস রূপে এস কিরণ-সখা।

(৫২)

খট্‌—যৎ।

ধর্ম্ম ধর্ম্ম কর রে মন, এ ধর্ম্মে না পাবে তাঁরে ;
ছাড়ি সব ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম, বল হরেকৃষ্ণ হরে।
মর্কট-বৈরাগ্য-বাজি, বৃথা কথা নিন্দা ত্যজি,
দেখ তাঁরে দেখ খুঁজি. কি হবে বহিরাচারে।
গুরুপদ কোকনদ, তরিতে দুস্তর-হ্রদ,
অজপা সাধন সাধ, পাগল কিরণ কি কর রে!

---

(৫৩)

ইমন কল্যাণ—সুর ফাঁক।

বিষয়-বাসনা-রসে দাও রে আগুন জ্বেলে ;
হের তাঁরে মূলাধারে সহস্র-দল-কমলে।
কত কাল হেন সাজে, পাপের পুরীষ মাঝে,
রহিবে জড়ায়ে তুমি সেই প্রেমময়ে ভুলে।
নির্লিপ্ত সংসারী তিনি, অসাধন-চিন্তামণি,
উদাসী সর্ব্বস্ব-ত্যাগী হের তাঁরে প্রেম দলে!
আমরা সবে তাঁহার, সুত সুতা পরিবার,
সঙ্গী মিত্র দাস দাসী সংসারী তাঁহার বলে।
তিনি ছাড়া এ সংসার, বিষময় কারাগার,
ভুল না গোপত-ধর্ম্মে ভজ তাঁরে আঁখি-জলে।

পাগল কিরণ ভেব না ক', প্রেম-আঁখি মেলি দেখ,
যতনে পরাণে রাখ, চরণে দাও প্রাণ ঢেলে।

---

(৫৪)

খট্—যৎ।

কি আর ভাবনা রে মন. পেয়েছ যাঁর আশ্রয়;
দয়ার ঠাকুর তিনি, প্রেমদাতা মধুময়।
যখন অশান্তি পাবে, সেই মুখপানে চাবে,
সকাতরে নাম গাবে, শান্ত হইবে হৃদয়।
তরাইতে পাপী তাপী, অবতীর্ণ জান নাকি,
কেহত না রবে বাকী, সবে পাবে পদাশ্রয়।
কেন আর সংসাজে, সংসার-আশক্তি মাঝে,
ছেড়ে, খুটি নাটি হওরে খাটী, গোণা দিন ফুরিয়ে যায়।
তিনি অমৃতের খনি, বলিছেন ঐ মধুর বাণী,
কিরণ, আমি সদা আছি কাছে, সংসারে তোর কিবা ভয়।

---

(৫৫)

দেশ—আড়াঠেকা।

কে ডাকে মধুর ভাষে যেতে স্বদেশে;
যোগীবেশে হেসে হেসে নিকটে এসে।
বদ্ধ অষ্ট-পাশ-ডোরে, আছি প'ড়ে ঘুম-ঘোরে
দংশিছে সংসার-অহি খরি সে বিষে।

ভীষণ-সংসারে আর থাকিতে পারি না,
সদা হাহাকার করি যাতনা সহে না,
স্বপন যে ভেঙ্গে গেছে, টেনে লও তব কাছে,
কতকাল রবে কিরণ দূর-বিদেশে।

---

(৫৬)

সুরট-মল্লার—একতালা।

ঠাকুর, বিষময় এ সংসার ;
কতদিন রব, এত জ্বালা সব,
ঘুচাও এ হাহাকার।
আর মায়া-মোহ ভাল ত লাগে না,
আর এ যাতনা সহে না সহে না,
আর কেন মোরে করিছ ছলনা,
এ সংসারে কর পার।
তীব্র-বৈরাগ্য দাও প্রাণে মোর,
ছিঁড়ে ফেল বৃথা-আসক্তির ডোর,
প্রেম-সুধা-পানে হই যেন ভোর,
তব নাম কণ্ঠহার।
লও কেড়ে লও বিষয়ের চিন্,
দাও দাও মোরে করোয়া কৌপিন,
দিয়ে ছেঁড়া কাঁথা, মুড়াইয়ে মাথা,
ব্রজধামে কর পার।

এ কামনা মোর কবে বা পূরিবে,
এ বাসনা মোর কবে বা মিটিবে,
'এ কিরণ কবে তব দাস হবে,
সন্ন্যাস করিবে সার।

---

(৫৭)

জয়জয়ন্তি—একতালা।

এসেছে দয়াল আপনি এবার,
কলি-জীবের আর ভাবনা নাই ;
পাপী তাপী তোরা আয় আয় ত্বরা,
চল সবে মোরা তাঁর কাছে যাই।
দয়াল ঠাকুর করিবে দয়া,
ছুটে যাবে নেশা মমতা-মায়া,
ঘুচিবে বাসনা মিটিবে কামনা,
রবে না যাতনা আয় রে আয় ;—
তরাইতে যত অধম পাতকী,
অবতীর্ণ ভবে সে কথা জান কি,
দুঃখী তাপী কেহ রবে না ত বাকী,
ভেবনা কিরণ ভেবনা রে ভাই।

---

(৫৮)

সুরট-মল্লার—ঝাঁপ।

ঠাকুর, তোমা বিনা দিন ত আমার চলে না।
দিন ত চলে না, মন ত মানে না;—
তোমায়, ধরব্ ব'লে আশা ছিল,
এবার ধরা হ'ল না।
আমি, ছিলাম প'ড়ে অন্ধকারে,
বিষম মোহের ঘোরে,
কেন তুলে দয়া ক'রে,
এ ভাব তোমার বুঝি না;
দয়া যদি ক'রেছিলে,
কেন আবার দূরে গেলে,
চেনা পথ হারা'য়ে ফেলে,
এখন কেঁদে বাঁচি না।
আমার, মনে ছিল বড় আশা,
তোমায় দিব ভালবাসা,
সে আশা মিছে দুরাশা,
তোমাতে প্রাণ গেল না;
একূল ওকূল দুকূল গেল,
সাধন-ভজন না হইল,
এখন কি করিবু বল,
আর ত জ্বালা সহে না।

তুমি, ব'লেছিলে যে সব কথা,
আছে আমার হৃদে গাঁথা,
ব'ল্‌তে নারি প্রাণের ব্যথা,
বদনে যে ফুটে না ;
ভাবি যাব তোমার কাছে,
কিন্তু শত বাধা পাছে,
পথে, ষড়-রিপু ফাঁদ পেতেছে,
ধ'র্‌লে ত আর ছাড়ে না।
তুমি, জান যদি আমার হৃদয়,
তবে হে কেন নিরদয়,
এত জ্বালা প্রাণে কি সয়,
জ্বালায় জ্বালায় বাঁচি না ;
আর কত কাঁদাবে মোরে,
উঠাও এবার কেশে ধ'রে,
কাঙ্গাল কিরণ কেঁদে মরে,
তবু' দয়া হবে না।

---

(৫৬)

ভৈরবী—একতালা।

গুরু গো, শেষে এই ছিল তব মনে ;
তোমার স্বরূপ প্রেম-রস-কূপ,
বঞ্চিত হইনু সে রূপ-দর্শনে।

মনে বড় আশা ছিল গো আমার,
জীবনে মরণে ক'র্‌ব নাম সার,
জগত-জনারে জানাব এবার,
তব শিষ্য কেমন অতুল ভুবনে।

তব আশীর্ব্বাদ যত্নে শিরে ধরি,
করুণার গান গাব তব তরি,
কোন্ অপরাধে আশা পরিহরি,
নরকের পথে যাই দিনে দিনে।

কি করিতে এসে এ ভব-সংসারে,
কি করিনু হায় ভুলিয়া তোমারে,
টেনে নিয়ে যায় মায়া-কারাগারে,
এত টান আমি সহিব কেমনে।

সাধন-ভজন কেমন জানি না,
তাই কি গো তুমি হৃদয়ে এস না,
এ কেমন রীতি আমি ত বুঝি না,
তুমিও কি বিমুখ হও অযতনে।

সংসারের যত সবে যত্ন চায়,
অযতনে সব দূরে চ'লে যায়,
তুমি ত না প্রভু মানবের প্রায়,
তবে কেন মোর এত জ্বালা মনে।

পরমেশ শুরু পরম সাধনা,
পেয়েও ত মোর কিছুই হ'ল না,
এ দুর্দ্দশা কি গো আর ঘুচিবে না,
দাও দাও শান্তি অভাগা কিরণে।

---

(৬০)

বাউলের সুর—একতালা।

আমার প্রাণের মাঝে কে তুমি ব'সে ;
আমি, ধরি ধরি মনে করি,
ধ'রতে পাই না যে দিশে।
ছিলাম ভাল এ সংসারে, ছিলাম মায়া-মোহের ঘোরে,
বেঁহুসে ;—
নিয়ে, বিষয় বাড়ী ছিলাম পড়ি'
আমার দিন যেত রঙ্গরসে।
নিয়ে ধন পরিজন, ভুলেছিনু তত্ত্বজ্ঞান,
বেঁহুসে ;—
এমন সময় হে রসময়,
তুমি ডাক্‌লে যেতে স্বদেশে।
ডাক্ শুনে প্রাণ কেমন করে, দেখ্‌ব ব'লে কেঁদে মরে,
হায় রে ;—
দেখা দিয়ে তাপিত-হিয়ে,
জুড়াও হৃদয়-মাঝে হেসে।

দীনদাস কিরণচাঁদে, বলে সখা কেঁদে কেঁদে,
বড় আশে ;—
যেন, মনমাঝে তোমার কাছে,
আমি চিনে লই আপন দেশে।

---

(৬১)

বাউলের সুর—ঝুলন।

যমুনা-পুলিনে, গোচারণে,
বাজিছে মোহন-মুরলী।
মধুর বাঁশী শুনে গোপীগণে,
ছুটিয়াছে গৃহ ভুলি ;
আলুথালু-বেশে, মুক্তকেশে,
পীতবাসে দেখ্‌বে বলি।
শুনে মধুর বীণা শ্রী-যমুনা,
আসিল উজান চলি ;
শুনে মোহন-বেণু, গোপ-ধেনু,
ঐ ছুটে যায় উভরলি।
মুরলীর গান শুনে জগৎ-জনে,
সকলেই পড়ে গলি ;
ভোলামন তুই রে কেন, পাষাণসম,
এখনও না গলিলি।

ভজ ব্রজের রতন মদনমোহন,
যাও না ব্রজধামে চলি;
কিরণচাঁদ কেঁদে বলে, অন্তকালে,
পায় যেন সে ব্রজের ধূলি।

---

(৬২)

বাউলের সুর—ঝুলন।

সখি ব'ল তারে, এমন ক'রে,
আর যেন বাঁশী বাজে না।
গুরুজনের মাঝে গৃহ-কাজে,
যখন থাকি আনমনা;
হেন পরমাদে, সেধে সেধে,
বাজায় বাঁশী কেলেসোণা।
মুরলীর আলাপনে কুলমানে,
কেমনে রাখি বল না;
কত যে যাতনা সই, শুন লো সই,
কালা তা' কিছু বুঝে না।
বাঁশী নাম নিয়ে অসময়ে,
ডাকিলে ত কুল থাকে না;
গৃহে ননদীর জ্বালা, ঝালাপালা,
এ যাতনা আর সহে না।

পাগল কিরণের বাণী, বিনোদিনী,
এ জ্বালা কভু যাবে না ;
শ্যাম-পিরিতি-রসে, মজেছে যে,
(তার) কুলে কি হবে বল না।

---

(৬৩)

বাউলের সুর—ঝুলন।

ওরে রে কেন রে বল্ ও মন পাগল,
না জেনে তাস খেল্‌তে এলি।
হাতেতে কাগজ নিয়ে ইস্তক পেয়ে,
বড় গলায় ডেকেছিলি ;
কি হ'ল অবশেষে, সর্ব্বনেশে,
কাবার ক'র্‌তে ভুলে গেলি।
বিপক্ষে টেক্কায় পিঠে তুরুপ্ ক'রে,
নিয়ে গেল তা' দেখিলি ;
ওরে তুই এম্‌নি বেঁহস, দশ দিলি ঘুষ,
আটা কেন হাতে রাখ্‌লি।
হাতেতে রঙ্ না থাক্‌তে কি আশাতে,
সকল ক্রি পাশ দিলি ;
শে যেতে টিক্ না পেয়ে, অলস্যেয়ে,
বাজে কাগজ চালাইলি।

বিপক্ষে বিস্তি ডেকে হেঁকে হেঁকে,
খেলছে কত সুখে ঢলি ;
কিরণ কয় ক'রে হেলা, বিস্তির খেলা,
দেখাইতে না পারিলি।

---

(৬৪)

বাউলের সুর—ঝুলন।

হারে রে সামাল সামাল, ঝড় উঠিল,
মন-মাঝি তোর সামাল তরী।
উত্তরে কাল কাল, মেঘের দল,
বাড়্‌ছে বড় তাড়াতাড়ি ;
তায় দক্ষিণা-বাতাস, নাই অবকাশ
তরী নিয়ে কূলে ফিরি।
হায় রে হায় যায় বুঝি প্রাণ, ডাক্‌ল রে বান,
জীর্ণ-তরী তুফান ভারি ;
হু হু হু ছুট্‌ছে রে জল, কি ক'র্‌বি বল্‌,
এবার বুঝি প্রাণে মরি।
তরণীর পাকে পাকে, কাটাল দেখে,
ধর রে হাল হুসিয়ারী ;
শেষে পাবি না সুযোর, বাঁধ্‌ রে কোমর,
এই বেলা নে তাড়াতাড়ি।

পাগল কিরণে বলে, ধৈর্য্য-হালে,
দিতে হবে ভব পাড়ি ;
নিষ্ঠা সুমহান্ মন্ত্রে, প্রেম-তন্ত্রে,
শিক্ষা নিয়ে চল বাড়ী।

---

(৬৫)

বাউলের সুর—ঝুলন।

আশায় আশায় দিন গেল ব'য়ে,
কত থাক্‌ব বল পথ চেয়ে ;
আমি, ভব-সাগরে যাচ্ছি বেয়ে রে,
জীর্ণ ভাঙ্গা তরণী ল'য়ে।
এপার ওপার কূলকিনারা নাই,
এখন, হালের গোড়ায় জল মিলে না,
জোয়ার স'রে যায়,—
ভোলামন জোয়ার স'রে যায় ;
ভাটায়, টানে টানে নিচ্ছে যে টেনে,
তরী ঠিক রাখি বা কি দিয়ে।
আকাশ ছেয়ে আঁধার ঘিরিল,
আবার, চৌদিকেতে ঝাপ্টা বাতাস,
কি করি বল,—
সাধু ভাই উপায় কি বল ;

হায় রে, মাঝ-দরিয়ায় নাও যে ডুবে যায়,
এখন রক্ষা করি কি উপায়ে।
আর নেয়েরা কূল যে পেয়েছে,
তাদের, নূতন তরী, দিয়ে পাড়ি
পারে গিয়েছে,—
ঐ সাথ্ পারে গিয়েছে ;
খেল্‌ছে, সুখের খেলা থাকিতে বেলা,
তারা ঐ নাচে সারি গেয়ে।
আরামেতে খেল্‌ছে তাদের প্রাণ,
আমি, দূর হ'তে শুন্‌ছি শুধু,
তাদের মধুর তান,—
শুনা যায় তাদের সুখের গান ;
হায়, আমি কি আর কূল পাব না গো,
যাব এম্‌নি ক'রে ডুবিয়ে।
কিরণ বলে শুন অবোধ মন,
তুমি, ধৈর্য্য:ধর সার কর,
শ্রীগুরু-চরণ,—
তোলামন শ্রীগুরু-চরণ ;
তিনি, খেয়ার মাঝি হইবেন রাজি,
কেন বৃথা মর ভাবিয়ে।

—

(৬৬)

বাউলের সুর—ঝুলন।

ভোলামন গৌর-রতন, অধম-তারণ,
ভাব তাঁরে দিবানিশি।
যে পদে নির্ব্বিবাদে মনোমদে,
ধ্যানে কত যোগী ঋষি;
সে পদ কর রে সার, কি ভাব আর,
দেখ চেয়ে শমন বসি'।
ক'র্‌লে প্রেম বিতরণ গৌরবরণ,
নিত্যানন্দ সঙ্গে আসি;
জগতের পাপী-তাপী ত'রে গেল,
হেরিয়ে সে যুগল-শশী।
পূর্ণ-দয়ার অবতার, কে আছে আর,
বিনা সে গৌরাঙ্গ-শশী;
দেখ না আচণ্ডালে হরি বলে,
আমরা কেন বৃথা বসি'।
পাগল কিরণে বলে, চল সবে,
প্রাণের আঁধার নাশি;
আমরা সব জগাই মাধাই, তরিব ভাই,
আয় না ভজি গৌর-শশী।

(৬৭)

বাউলের সুর—ঝুলন।

ভোলামন গৌর-নিতাই, এসে দু'ভাই,
নবদ্বীপে উদয় হ'ল।
যত দয়া-ঘন ভক্তগণ,
সবে নদীয়ায় মিলিল;
পাষণ্ডীগণ তরে ঘরে ঘরে,
নিতাই আমার প্রেম বিলাল।
সাজায়ে প্রেমের তরী, গৌরহরি,
সুরধুনীতে ভাসাল;
অকূলে কূল পেতে, পারে যেতে,
সবে তরী আরোহিল।
প্রেমের পশরা মাথে, অদ্বৈত-সাথে,
অনর্পিত ধন বিলাল;
ছাড় রে বৃথা ছলা, প্রেমের খেলা
প্রেমে মাতি সদা খেল।
কি হবে বিদ্যা-কুলে, না ভজিলে,
চৈতন্য-চরণ-কমল;
বলিছে পাগল কিরণ, গৌর-চরণ
ভজ রে মন দিন গেল।

(৬৮)

বাউলের সুর—ঝুলন।

ভোলা মন প্রেম-সাগরে, অগাধ-নীরে,
ধীরে ধীরে বাও রে তরী ;
সুশান্ত সমাহিত, কর চিত,
বিষম কিন্তু ভবের পাড়ি।
ঠিক পথে নিরিখ ধ'রে, রাখ্‌বি দাঁড়ে,
বিষম ঝড়ে হুশার করি ;
শ্রীরূপের পাল টাঙ্গায়ে, যাও রে বেয়ে,
নৈলে ভাঙ্গবে জারিজুরি।
চুম্বক-পাথর ছ'টা, বড় লেঠা,
টান্‌বে পথে আওসারি ;
ভয় কি রে গুরু আছে, আঁধার সাঁঝে,
থাক্‌বি মাঝে নোঙ্গর করি।
সুগভীর সাগর-তলে, সদাই খেলে,
ছয়টী কমল কারিকরী ;
উপর-নীচ এক মৃণালে, হেলে দোলে,
কিবা অপূর্ব্ব মাধুরী।
তিন্‌ হ'তে তিনটী ধারা, বিশ্বের খাড়া,
বইছে জোরে তাড়াতাড়ি ;
সেখানে পথ ভুল না, মন রে সোণা,
থাক্‌বি রে কর্ণিকা ধরি।

অহোরাত্র গেলে, যাবি চ'লে,
মৃণাল ধ'রে আপন বাড়ী ;
দেখ্‌বি মন কুতূহলে, প্রেমে খেলে,
কিবা আনন্দ-লহরী।
পাগল কিরণের মন, পাবি সে ধন,
চল রে ভাই তাড়াতাড়ি ;
দংশিবে ভীমকুলে, বে-কাটালে,
জেনে শুনে ধর পাড়ি।

---

(৬৯)

বাউলের সুর—ঝুলন।

যাঁর তরে পাগল হ'য়ে বেড়াস্ ঘুরে,
—হায় বাদী মন—
সে ধন তোর আপন ঘরে ;
প্রাণের প্রাণে, প্রেম-আসনে
প্রাণায়ামে দোমের 'পরে।
—সে যে বিরাজ করে—
মূলাধারে কুলাগারে,
বিহরে সে সহস্রারে ;
ও তায়, তিনটী ধারা, বইছে খাড়া,
আগুন রবি চাঁদের জোরে।
—কিবা দোমের ঘরে—

মনের মানুষ সে জন রে মন,
মনের মাঝে বিরাজ করে;
সে ত, রয় না একা, দেয় গো দেখা,
যে জন ভালবাসে তাঁরে।
—মন-প্রাণ ঢেলে—
সাধ, অনুরাগে অজপ যাগে,
আগে পিছে নিরিখ ধ'রে;
সাথী যে, ছয়টা বোকা, দিবে ধোকা,
দেখিস্ যেন যাস্‌নে ফিরে।
—মিছে ধোকা খেয়ে—
প্রেমের তারে বাঁধ তাঁরে,
তাঁরে ধ'রে থাক প'ড়ে;
সে যে কল্পলতা, মৃণাল গাঁথা
আছে সাড়ে তিনের ঘরে।
—উল্টা প্যাঁচে—
হবে মিলন তাঁর সাথে মন,
গুরুর চরণ সাধন ক'রে;
ধুয়ে, ময়লা মাটি, পরিপাটি
হ'য়ে খাঁটী ভাব তাঁরে।
—যোগ-সাধনে—
পাগল কিরণ, হৃদয়-রতন
খেল্‌ছে দেল-দরিয়ার পারে;

পাঁচ পীরের ফাঁকি, বিষম ফাঁকি,
সে ফাঁকিতে ভুলনা রে।
—সে যে শুধুই ফাঁকি—

---

(৭০)

মনোহরসাই—লোফা।

সজনি, মনের মানুষ পেলে পরে
পিরিত করি;
হায় রে হায় বে-দরদীর সঙ্গে পিরিত
ক'রে এখন প্রাণে মরি।
দরদী কোথায় পাব, কেমনে সেথায় যাব,
রাগের ঘরে বসাইব নেহার করি;
তাঁর ভুবন-ভোলা পরাণ-খোলা
রূপ হেরিব জগৎ ভরি।
ধরি ধরি মনে করি, ধরিতে নাহি পারি,
এ কি হায় বিষম দায় ভেবে মরি;
মন আমার ধ'র্‌তে নারে রয় সে দূরে
দূরে থেকে হাসে তারি।
মনের মানুষ যেখানে, কেমনে যাই সেখানে,
কে রাখে ঘোর তুফানে দিতে পাড়ি;
সে বিষম কাম-নদীতে পাড়ি দিতে
পাছে সখি প্রাণে মরি।

সে মোহন-বাঁশীর ভাবে, কত কয় হেসে হেসে,
ডাকে সই মজ্‌তে রসে রইতে নারি;
বাসনা আমার মনে সে রতনে
রাখিব হৃদয়ে পূরি।
কিরণচাঁদ পাগলে কয়, আসে যায় হাওয়ায় হাওয়ায়,
ওরে মন আপন মনে ভাখ্‌ বিচারি;
কি হবে মিছা কেঁদে, দেখ্‌রে তাঁরে
আপন ঘরে আলো করি।

---

(৭১)

বাউলের সুর—একতালা।

বলে বলুক্‌ কলঙ্কী;
আমি সংসারের সার, কৃষ্ণ-প্রেমহার,
গলায় প'রেছি।
কৃষ্ণ-নামের মালা, ভবের ভেলা,
তা'ত আমি জেনেছি;
—আর ভয়-ভাবনা রাখি বা কায়—
মন আমার রয় না ঘরে, বাঁশীর স্বরে,
উদাস করে এ হ'লো কি।
—কুল মান গেল—

ওগো বংশীধারী, রাসবিহারী,
রূপ-মাধুরী ব'লব কি ;
—সে রূপ যে দেখেছে সেই মজেছে—
ইচ্ছা হয় রূপের পানে, অবশ-প্রাণে,
চিরদিন চেয়ে থাকি।
—বাউলের মত—
রূপে আপনহারা, পাগল-পারা,
চেয়ে রয় পশু-পাখী ;
—রূপের বালাই ল'য়ে ম'রে যাই রে—
কত কুলবতী, ছেড়ে পতি,
ঐ চরণে যায় বিকি।
—লোক ভয় ছেড়ে—
আমার যা' সব ছিল, সকল নিল,
কিছু না রাখ্‌ল বাকী ;
—বল কি নিয়ে আর ঘরে রব—
আমি কুল ত্যজিব, দাসী হব,
রূপ হের্‌ব ভ'রে আঁখি।
—জগৎ পাশরিয়ে—
ও সে মোহন-বেশে, কাছে এসে,
ঐ হেসে ডাকে সখি ;
—আমি ঘরে কি আর রইতে পারি—

আমি যাব যাব, চেয়ে রব,
সব ভুলিব রূপ দেখি।
—কুল শীল যত—
ও সে ব্রজের রতন, মদন-মোহন,
দেখ্‌বি যদি আয় সখি ;
—দেখ্‌লে ঘরে কি আর রইতে পারবি—
আমি সাধ ক'রে, কলঙ্কের ডালি,
মাথায় ক'রে নিয়েছি।
—ঐ রূপ হেরে—
বঁধুর ও চরণে, মধুর প্রেমে,
আমি বিকিয়ে গেছি ;
—আমার সকল ধনের সার সে রতন—
বলে পাগল কিরণ, আয় দেখি মন,
ঐ প্রেমে ডুবে থাকি।
—চিরদিনের মত—

---

(৭২)

ভাটিয়ারী—লোফা।

ওগো, আয় নাগরী দেখে যা' গো তোরা ;
—কিশোরা—
এসেছে এক সোণার নাগর, নারী-মনচোরা।

কটীতে ডোর-কৌপিন পরা, নবাঙ্গ রসেতে ভরা,
দ্যাখ্‌ এসে তোরা;
তাঁর হাতে দণ্ড প্রেমের ভাণ্ড, করোয়া সে ধরা।
ভাবাবেশ খেলিছে অঙ্গে, সদা ভাসে প্রেম-তরঙ্গে,
ধূলায় ধূসরা;
সে আপনি মেতে জগৎ মাতায়, হইয়ে বিভোরা।
রূপখানি তাঁর কাঁচা সোণা, নয়নের বা কি নিশানা,
নারী-মন্‌হরা;
ও সে দেশে দেশে বেড়ায় ভেসে, ল'য়ে প্রেম-পশরা।
লেগেছে রূপ যার নয়নে, সে ছেড়েছে কুল-মানে,
হেরিতে গোরা;
পাগল কিরণচাঁদে বেড়ায় কেঁদে, হ'য়ে গৌরহারা।

---

(৭৩)

বাউলের সুর—ঝুলন।

সাধনা কথার কথা নয়;
নামে রূপে এক করিয়ে
তাঁর প্রেমে ডুবে যেতে হয়।
ভুল' না মায়া-মোহে,
ভুল' না আপন গৃহে,
তুমি সে মিলে দোঁহে,
ডুবে যাও হৃদয়-তলায়;

ছেড়ে আমি আমার, এই অহঙ্কার, হও রে তন্ময়।
বিষয়ে বিষ পোরা,
ধন-জন মায়ার গোড়া,
বুঝে নে ভবের ধারা,
ওরে মন কেহ কার' নয়;
সেই শেষের দিনে, দয়াল বিনে, কে রাখে তোমায়।
ভেবে ছাখ্ মুদ্‌লে আঁখি,
ভবের গোল সকল ফাঁকি,
আয় তবে তাঁরে ডাকি,
তিনিই দিবেন পদাশ্রয়;
চল রে হরি ব'লে, বাহু তুলে, ব্রজে চ'লে যাই।
নদীয়ার অবতারে,
গৌর আমার জগৎ তারে,
ঘুরে সে ঘরে ঘরে,
সুমধুর হরিনাম বিলায়;
কত জগাই মাধাই উদ্ধারিল, দয়াল নিতাই।
পাগল কিরণের বাণী,
তিনি অমৃতের খনি,
প্রেমদাতার শিরোমণি,
প্রেমে সব জগত ভাসায়;
সদা অজপ যাগে, থাক্ জেগে, পাবে মধুময়।

(৭৪)

বাউলের সুর—ঝুলন।

বল রে কি অভাবে, কাহার ভাবে,
গৌরাঙ্গ চাঁদ নদেয় এল ;
সঙ্গে ও কারা দু'জন, প্রেমিক সুজন,
ভাবে হৃদি ঢল ঢল।
কেন আচণ্ডালে নাম বিলা'লে,
আবার নদে ছেড়ে গেল ;
দীন কাঙ্গালের বেশে, দেশে দেশে,
কেন বা ঘুরিতে হ'ল।
গৌর আমার সোণা কাঁচা, জগৎ বাছা,
কেন ডোর-কৌপিন পরিল ;
দীনদাস কিরণচাঁদে, কেঁদে কেঁদে,
এই খেদেতে পাগল হ'ল।

---

(৭৫)

বাউলের সুর—ঝুলন।

জয় জয় শচি-সুত, প্রেম-যুত,
ভাব-রসের সাগর।
কি মুরতি মোহন, কনক-বরণ,
আঁখি-রঞ্জন মনোহর ;

আজানুবিলম্বিত, প্রসারিত,
কোমল যুগল কর।
কি বদন কমল, ঢল ঢল,
নয়ন দুটী মনচোর;
কি চিকুর কুন্তল, গণ্ডস্থল,
অপরূপ মনোহর।
মহাভাবে মণ্ডিত, রাগ-রঞ্জিত,
সোণার গৌর গুণাকর;
যেন মত্ত মাতঙ্গ, সে শ্রী-অঙ্গ,
অনুরাগে গর গর।
প্রেম-রস-নায়ক, সুগায়ক,
আঁখি ঝরে নিরন্তর;
সে যে 'রা' 'রা' ব'লে, পড়ে ঢ'লে,
বিলুণ্ঠিত কলেবর।
প্রেমেতে গলি গলি, ঢলি ঢলি,
পুলকাবলি হুঙ্কার;
দেখ্ না আচণ্ডালে, নিচ্ছে কোলে,
আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর।
কিরণচাঁদে বলে, হরি ব'লে,
ভবনদী সুখে তর;
সে প্রেমে গেয়ে নেচে, চল বেচে,
ধ'রেরে গৌর-শশধর।

(৭৬)

মনোহরসাই—লোফা।

দরিয়ায় উজান-স্রোতে দেল-তরণী
যাও রে বেয়ে ;
তুমি দোমে দোমে, প্রাণায়ামে,
গাও রে সারি রসিক নেয়ে।
দিয়ে অনুরাগের বাদাম, নেশায় মেতে কর আরাম,
ভয় কি রে গুরু আছে জপ রে নাম ;
ঐ দ্যাখ্ কৃপার জোয়ার, ভাসায় কিনার,
সুযোগ যেন যায় না ব'য়ে।
শুন রে অবোধ কিরণ, সাধ চিন্তামণি ধন,
দরিয়ার দরদী সে রাখ স্মরণ ;
নৈলে প্রেমের ভরা, যাবে মারা,
শমন যাবে বেঁধে ল'য়ে।

---

(৭৭)

মুলতান—একতালা।

ছেড়ে খুটি নাটি, হও মন খাঁটী,
ময়লা মাটি ধুয়ে ফেল ;
হৃদয়-মাঝে, প্রেম-সরোজে,
সে বিরাজে কেন ভুল।

সে প্রেম-রতনে, হের রে পরাণে,
প্রেমময়-প্রেমে হও বিহ্বল ;
ঘুচে যাবে জ্বালা, পাবে পাবে ভেলা,
দল দল দোলা প্রণয়ে দোল।
গোপনের ধন, বুকে রাখ মন,
তাপিত-প্রাণ হবে শীতল ;
অবোধ কিরণ, হারাও' না ধন,
হারালে কাঁদিতে হবে কেবল।

---

(৭৮)

মনোহরসাই—লোফা।

হ'য়েছি পাগল এবার
বুঝ্‌বে কে পাগলের খেলা ;
আমায় পাগলে ক'রেছে পাগল,
পাগলে পাগলে মেলা।
এক পাগল নদের গোরা, সহজে দেয় না ধরা,
নিতাই অদ্বৈত পাগল সঙ্গে করা ;
তারা পাগল ধ'রে, বেড়ায় ঘুরে,
পাগল যত সঙ্গের চেলা।
পাগলের কারখানা, পাগল বই কেউ জানে না,
পাগল চাঁদ রূপ সনাতন সে ছয় জনা ;

তারা দালান কোঠা ছেড়ে দিয়ে,
সার ক'রেছে গাছের তলা।
শুন রে পাগল কিরণ, কেন বিষয়ে মগন,
দালান বাড়ী জমিদারী ছাড় এখন ;
চল দীনবেশে, আপন দেশে,
সঙ্গে নিয়ে কপ্‌নি ঝোলা।

---

(৭৯)

বাউলের সুর—ঝুলন।

কে গো বিদেশী বঁধু ডাক্‌ছ ঐ হেসে,—
যেতে আপন দেশে ;
আমি, বড় একা দাও গো দেখা, দাঁড়াও হে কাছে এসে,—
কেন দূরে ব'সে।
রূপ দেখে পাগল হ'য়েছি,
পর আপনার ভুলে গেছি ;
তাই ত দরশন যাচি, ব'স কাছে এসে,—
কেন দূরে ব'সে।
ঘুমের ঘোরে ছিলাম ভুলে,
দয়া ক'রে জাগাইলে ;
কি যেন কি ব'লে দিলে, সুমধুর ভাষে,—
বুঝি যেতে দেশে।

আঁধারের বিষন্ন রাশি,
দিলে মুছে কাছে আসি ;
তোমার মতন আপনার জন, কে আর আমার আছে,—
যে জন তিমির নাশে।
তোমার কৃপায় বেঁচে আছি,
তাই ত দরশন যাচি ;
দেখা দিয়ে কথা ক'য়ে, জুড়াও প্রাণে ব'সে,—
কিরণ দীনদাসে।

---

(৮০)

বাউলের সুর—লোফা।

ধন জন প'ড়ে যে রবে,
সঙ্গে কেউ যাবে না—যাবে না ;
তবে কার তরে বা মর ঘুরে,
ও সব মোহের ছলনা।
যখন তোমার প্রাণ যাবে,
মরা ব'লে কেউ না ছোঁবে,
শ্মশানে বেঁধে নে' যাবে গো,—
দিয়ে চাঁচের বিছানা ;
যাদের ভাব্‌ছ আপন নিশির স্বপন,
তারা সাথী হবে না।

'তোমার' 'তোমার' ব'লছে যারা,
দু'চার দণ্ড কাঁদবে তারা,
শেষে দিবে গোময় ছড়া গো,—
কেউ ত ফিরে চাবে না;
তখন জানবে ভাল আমার বল,
মিছে তোমার কেহ না।
কিরণচাঁদ পাগলে বলে,
দেখ রে ভাই নয়ন খুলে,
সংসারের মায়ায় ভুল না গো,—
মিছে মায়ায় ভুল না;
সেই শেষের দিনে গুরু বিনে,
তোমার কেউ ত হবে না।

---

(৮১)

মনোহরসাই—লোফা।

বল গো কোথায় গেলে
মনের মানুষ রতন পাব;
আমি মন-খেদে, কেঁদে কেঁদে,
আর কত কাল কাটাইব।
যার লাগি মন ভুলেছে, সে আমার কোথায় আছে,
দেখা দিয়ে লুকাইয়ে চ'লে গেছে;

কত কাল স্মৃতি নিয়ে, বিবশ হ'য়ে,
পথের পানে চেয়ে রব।
কৃষ্ণা-নিশি আগমনে, হারায়েছি বুকের ধনে,
সে অবধি নিরবধি কাঁদি প্রাণে ;
আর কবে বিভোল মনে, বুকের ধনে,
বুকের মাঝে বসাইব।
তাঁর দেখা পাবার আশে, খুঁজেছি দেশ বিদেশে,
তবু ত পেলাম না গো কপাল-দোষে ;
দেখেছি নানা দেশে, নানা মানুষ,
এমন মানুষ না দেখিব।
পাগল কিরণচাঁদে, প'ড়েছে বিষম-ফাঁদে,
হারাধন পাবার লাগি মরে কেঁদে ;
কবে অজপ যাগে, শুভ যোগে
আপনার জন চিনে লব।

---

(৮২)

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—খয়্‌রা।

মন কেন রহিলে এ রিপুর বশে ;
দেখ হৃদয়-মাঝে, মোহন-সাজে,
ডাক্‌ছে কে মধুর ভাষে।
শুনে পাপের মন্ত্রণা, কেন মান না মানা,
দারুণ কাম-পিপাসায়, বিষয়-আশায়, হ'য়েছ কাণা ;

তুমি গোলকধাঁধায় প'ড়্‌লে বাঁধা,
মজিয়ে কুরস-রসে।
ভুলে পরের কথায়, তুমি চ'লেছ কোথায়,
তুমি বা কার, কেবা তোমার, ভাব কি গো তায়;
ছেড়ে খুটি নাটি, ময়লা মাটি,
চল রে আপন দেশে।
প্রেমের ত্রিদল দলে, রসের সে রং-মহলে,
মনের মানুষ, পরম পুরুষ, হেলে আর দোলে;
তোমার সাধন-ভজন, পরশ-রতন,
সে সব ভুলেছ কিসে।
পাগল কিরণের কথা, যাবে হৃদয়ের ব্যথা,
প্যাঁচের খোলা, ক'রে খোলা, দেখ কে কোথা;
তুমি মান অপমান কর সমান,
মজ পিরিতি-রসে।

---

(৮৩)

বাউলের সুর—একতালা।

রূপে প্রাণ কেড়ে নিল;
তোরা বল্ সজনি, গৌর-মণি,
কোথায় লুকা'য়ে র'ল।
সুরধুনীর তীরে, জল আনিতে,
কেন যেতে হইল;
—আগে জান্‌লে কেবা যাইত গো—

দেখ্‌লাম কাঁচা সোণা রূপের কণা,
দেখে নয়ন ভুলিল।
—সেই অমিয় রূপ—

সখি, নয়ন-কোণে আমার পানে,
কেন বা সে চাহিল ;
—নৈলে এমন দশা হ'ত না গো—
আমি রইতে নারি, বল্‌ কি করি,
এই কি কপালে ছিল।
—অবশেষে—

শুনি কুলবতী, নদের নারী,
গৌর-কলঙ্কিনী হ'ল ;
—আপন পতি ছেড়ে গেল সবে—
বুঝি মন-চোরা, সোণার গোরা,
তারা সব দেখেছিল।
—নৈলে কুল ছাড়্‌বে কেন—

আমায় পাগল ক'র্‌ল, সকল নিল,
পুঁজি-পাটা যা' ছিল ;
—বল কি নিয়ে আর ঘরে রব—
সখি, এখন ভেবে কি হইবে,
যা' হবার তা' হইল।
—কুল-মান গেল—

আমার ঘরে থাকা, সংসার দেখা,
সকল এবার ফুরাল ;
—সখি আমি কি করিব বল—
হ'ল মান অপমান, সকল সমান,
কিরণ যে পাগল হ'ল।
—ঐ রূপ হেরে—

---

(৮৪)

বাউলের সুর—ঝুলন।

মন রে আছ কোন্ সুখে ব'সে ;
ভাব কি হবে দশার শেষে।
যখন দেহ অবশ হবে,
দারা সুত কোথায় রবে,
কেউ না ছোঁবে ;
দিয়ে কলসী-কাঁচা, বাঁশের মাচা,
নে'যাবে শ্মশান-দেশে।
আপন আপন ক'রছে যারা,
দু'চার দণ্ড কাঁদ্‌বে তা'রা,
শেষ গোবর ছড়া ;
কর 'আমার' 'আমার', কেউ নয় তোমার,
আর হারাওনা দিশে।

ছাড় রে মন কপাল-পোড়া,
বিষয় নিয়ে তোলাপাড়া,
বিষেতে পোরা ;
দেখ হ'য়ে চেতন, তোমার যে জন,
ডাক্‌ছে ঐ মধুর হেসে।
পাগল কিরণ তা' জান না,
কাম থাকিতে প্রেম হবে না,
ছাড় কামনা ;
তুমি অনুরাগে থাক জেগে,
যাবে দিন অনায়াসে।

---

(৮৫)

বাউলের সুর—লোফা।

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ,
ঐ ভাখ্, কি ধন যেন এনেছে রে ;
ভাড়া শ্রীঅদ্বৈত সঙ্গে,
রঙ্গরসে মেতেছে রে।
মাথায় নিয়ে প্রেম-পশরা,
তারা, ভাব-রসে মাতোয়ারা, কি বাহা ;—
বলে কে নিবি সুনির্মল প্রেম, আয় ত্বরা ;

ও সে, দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়,
রাধা-প্রেম, অযাচকে বিলায়ে দেয় ;
কে নিবি রে আয় ত্বরা আয়,
দেরী ক'র্‌লে পড়্‌বি ফে'রে।
এ ধন, গোলোকে গোপনে ছিল,
দয়াল গৌর-নিতাই বিলাইল, রটাল ;—
ঐ ভাখ্, ত্রিতাপ-জ্বালা মায়ার খেলা, ফুরাল ;
ঘুচে গেল মোহের নেশা,
আমি, এতদিনে পেলাম দিশা ;
পাগল কিরণের ঐ পদ ভরসা,
আশা যেতে ভব-পারে।

(৮৬)

বাউলের সুর—লোফা।

নবদ্বীপের শচির ছেলে,
কি যাদু করিল মোরে ;
রূপের ফাঁদে ফেলে গো সই,
মন-প্রাণ হরিল রে।
আমি ত সই ছিলাম ভুলে,
বুকের ধনে দূরে ঠেলে, বিহ্বলে,—
ও সে, আপনি এসে হেসে হেসে, দাঁড়ালে ;

গৌর, কেন এল কি দেখাল,
আমার কুল-মান ভেসে গেল,
প্রাণ-মন সকল নিল,
কিছু ত না রাখিল রে।
শচির দুলাল নদের গোরা,
যুবতীর মন-চোরা, কিশোরা,—
সহজে সে লম্পট না দেয় ধরা;
আমার, কাঁদিতে জনম গেল,
গৌর আমার না হইল,
আমার সে ধন কে হরিল,
কিরণ পাগল যে ধন তরে।

---

(৮৭)

বাউলের সুর—ঝুলন।

তরণী বা'ও কাণ্ডারী, ত্বরা করি,
রঙ্গে ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে।
তরী ভরা তরুণী, কমলিনী,
চালন কর মনের রঙ্গে;
পণ কর হে আপন, চাও না যৌবন,
হাস ভাস প্রেম-তরঙ্গে।
আগে বাজাতে বেণু, রাখ্‌তে ধেনু,
বেড়াতে রাখালের সঙ্গে;

এখন হ'য়েছ নেয়ে, কি ধন পেয়ে,
হাত দিতে যে এস অঙ্গে।
ভণে পাগল কিরণ, কি আলাতন,
কাজ কি আর কথার প্রসঙ্গে;
বৃথা সব কথা ছেড়ে, চল পারে,
পাছে নেয়ের মন ভাঙ্গে।

---

(৮৮)

বাউলের সুর—ঝুলন।

গিয়ে সুরধুনীর কিনারে, প্রাণসই দেখেছি তাঁরে;
কিবা কনক-বরণ কমল-নয়ন, সই রে,—
ও রূপ দেখিতে মন হরে।
কিবা গৌর-কান্তি মনলোভা, তরুণ লাবণ্য-আভা,
অপরূপ শোভা;
প্রেমে ঢল ঢল নয়ন কিবা, সই রে,—
ঐ দ্যাখ্ ফিরে চায় বারে বারে।
কিবা ভাব-রসের সাগর, অনুরাগে গর গর,
গৌর সুন্দর;
সে যে কুলবতীর মন-চোর, সই রে,—
ঐ দ্যাখ্ ইশারায় ডাকে মোরে।
মধুর হাসি দেখে রইতে নারি, সাধ করে ঐ পায়ে পড়ি,
এঁটে গে' ধরি;

আমার ইচ্ছা নাই আর কূলে ফিরি, সই রে;—
প্রাণ কেমন কেমন করে রে।
আমার মন-প্রাণ সকল নিল, কুল-মান ভেসে গেল,
কিছু না রইল;
আমার সংসার করা ফুরায়ে গেল, সই রে,—
আমি রইতে যে নারি ঘরে।
দীনদাস কিরণ পাগলে বলে, ছাই দিয়ে সই এ ছার কুলে,
আয় না সকলে;
চল পড়ি গে' সেই পদতলে, সই রে,—
সব লাজ-ভয় রেখে দূরে।

(৮৯

বাউলের সুর—খয়রা।

না দেখিলে প্রাণ ত বাঁচে না;
গুণ শুনে প্রাণ হ'য়েছে পাগল,
আর ত মানা মানে না।
আমার নাই যে প্রাণে প্রেমানুরাগ,
নাই ক' কোন সাধনা;
—অধম পতিত আমি—
তবে কেমন ক'রে, ধ'র্‌ব তাঁরে,
রাখ্‌ব প্রাণে তাই বল না।
—কিসে তাঁরে পাব—

বিনা অনুরাগে, যোগে-যাগে
পায়না ত কেউ তাঁর ঠিকানা;
—সে যে গো অমূল্য-রতন—
সে ত অধর-ধরা, দেয় না ধরা,
ভেবে সারা কত জনা।
—তাঁরে ধ'র্‌বে ব'লে—
সেধে গুপ্ত-হিয়ায়, হাওয়ায় হাওয়ায়,
জান্‌তে তাঁরে হয় বাসনা;
—তাঁর সে রূপে নিরিখ ধ'রে—
কত বাধা আসে, কাছে ঘেঁসে,
পাই না দিশে ঠিক-ঠিকানা।
—মিছে ঘুরে মরি—
ছেড়ে খুঁটিনাটি, ময়লা মাটি,
খাঁটী প্রাণে তাঁয় ভাব না;
—প্রেম-রতি-রসে নেহার কর—
ছাড় সাধন-ভজন, পাগল কিরণ,
সাধনে সে ধন মিলে না।
—অসাধনের নিধি—

—

(৯০)

বাউলের সুর—খয়রা।

আয় গো তোরা কে কে যাবি আয়;
নিতাই আমার দয়াল বড়,
কারও যেতে মানা নাই।
ভুলে জাতির বিচার, পর আপনার,
উঠ গিয়ে নিতায়ের নায়;
যদি বিনা মূলে যাবি পারে,
বিকিয়ে যাও নিতায়ের পায়।
ছেড়ে গোলামগিরি, প্রেমের ডুরি
বেঁধে রাখ আপন হিয়ায়;
নিতাই আপ্‌নি এসে ধরা দিবে,
পার করিবে দেল-দরিয়ায়।
দেখ অন্ধ-আতুর, প্রেমে আকুল,
নিতাইর বাতাস লেগেছে গায়;
কেবল কাঙ্গাল কিরণ রইল বাকী,
দয়াগুণে তার নিতাই।

---

(৯১)

ঝিঁঝিট মিশ্র—একতালা।

এসেছে এক সন্ন্যাসী, এসেছে এক সন্ন্যাসী,
জাগ্‌ আসি;

তাঁর রূপে ভুবন আলো করে, (বড়) সাধ করে গে' হই দাসী।
নদীয়া নগরে দিয়াছে থানা, কুলবধূ-কূলে প'ড়েছে হানা,
জল আনিতে যেতে মানা, (একা) যাস্‌নে ওলো রূপসি।
দণ্ড-করোয়া-কৌপিনধারী, রাধা-প্রেমে বহে নয়নে বারি,
ব'ল্‌ছে সদা হরি হরি, (যেন) কার ভাবে সে উদাসী।
কি কুক্ষণে সই দেখেছি তাঁরে,নয়ন সে রূপ ভুলিতে নারে,
মন-প্রাণ পাগল করে, (বুঝি) হব না আর ঘরবাসী।
গৌরাঙ্গ-রূপে নয়ন ভুলে, কুলবালাগণের প্রাণ টলে,
পাগল কিরণ কেঁদে বলে, (আমি) ঐ পদ অভিলাষী।

---

(৯২)

সুরট-মল্লার—ঝাঁপ

এসেছে এক সোণার মানুষ ভাখ্ এসে ;
সখি ভাখ্ এসে, সখি ভাখ্ এসে,—
ও সে, রাধা রাধা রাধা ব'লে, নয়ন-জলে যায় ভেসে।
কলির, জীবের দশা মলিন দেখে, রাধারূপে অঙ্গ ঢেকে,
হরি বলে মনের দুখে, দেখে মরি হুতাশে ;
কেমন সে কঠিনা নারী, সাজাইল দীন ভিখারী,
ইচ্ছা হয় যে বলি হরি, ঘুচাই ওর কাঙ্গাল-বেশে।
তাঁর, রূপে কোটী চাঁদের উদয়, প্রেমে ত্রিজগৎ মাতায়,
দেখিলে মন মোহিত হয়, শমন পলায় তরাসে ;

বৈদিক-ধর্ম্ম দূরে গেল, উজল-রসে প্রাণ ডুবিল,
রাধা-প্রেমের ঢেউ বহিল, নদীয়া গেল ভেসে।
ওগো, দূরে গেল পূর্ব্ব-বিষয়, উদয় হ'ল নব-আশ্রয়,
নয়ন মাধুরিমাময়, শ্রীরাধার প্রেম-বাতাসে;
শ্রীগোবিন্দের প্রাণ রাধা, রাধানামে বাঁশী সাধা,
রাধা গৌরাঙ্গের আধা, রাধা-প্রেম বিলাল সে।
শান্ত, দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর, মধুর এই পঞ্চ-রস সার,
রাধার কাছে এ সকল ছার, রামানন্দ রায় ঘোষে;
চৈতন্য বিলাল সে ধন, অনর্পিত ছিল যে ধন,
পাগল কিরণ কয় যতন, গৌর-চরণ ধর ক'সে।

---

(৯৩)

রাখালগণের উক্তি।

সুরট মল্লার—ঝাঁপ।

মোদের ফেলে কেন চ'লে গেলি ভাই;
কেন গেলি ভাই, ও জীবন-কানাই,—
একদিন দু'দিন ক'রে মোদের, কতদিন যে চ'লে যায়।
—তোর বিরহে—
শুনি, তুমি না কি নদের আছ, ব্রজের সে ভাব ভুলে গেছ,
গৌরবরণ ধরিয়াছ, আমাদের আর মনে নাই;

শুনে যে প্রাণে বাঁচি না, ব্রজের কানাই ব্রজে আর না,
আমাদের আর কাঁদা'ও না, আমরা যে তোমারি ভাই।
শুনি, কলির জীব উদ্ধারিতে, করঙ্গ ল'য়েছ হাতে,
ভ্রমিতেছ পথে পথে, দীন-ভিখারীর বেশে হায়;
কিসে রে তোর এত ব্যথা, কেন মোদের দাও রে ব্যথা,
আর ফিরে শুন রে কথা, জীব-উদ্ধারের কার্য্য নাই।
ভাই রে, তুমি যখন ছিলে ব্রজে, সে কথা কি মনে আছে,
থাক্‌তে সদা মোদের কাছে, যেতে না ত কোন ঠাঁই;
আমরা যত রাখালগণে, যেতাম গোঠে তোমার সনে,
ফল দিতাম তোর চাঁদ-বদনে, সে কথা কি মনে নাই।
ভাই রে, তুই যে ছিলি মোদের রাজা, আমরা ছিলাম তোরই প্রজা,
কেমন সে স্নেহের সাজা, প্রাণের রাজা আয় রে আয়;
এঁঠো ফল দিয়াছি ব'লে, তাই কি তুমি গেছ চ'লে,
পাগল কিরণ কেঁদে বলে, তোর শ্রীচরণ যেন পাই।

---

(৯৪)

যশোমতীর উক্তি।

সুরট-মল্লার—ঝাঁপ।

কাঙ্গালের ধন আয় রে বুকে নীলমণি;
আয় রে নীলমণি, হেরি মুখখানি,—
আমি, আর কত কাঁদিব, হ'য়ে মণিহারা ফণিনী।

একবার, আয় রে বাছা আমার কোলে, ডাক্ না মধুর মা মা ব'লে,
নাচ একবার হেলে দুলে, হেরি চাঁদ-বদন-খানি ;
আস্‌বি ব'লে ফাঁকি দিয়ে, চ'লে গেলি নিদয় হ'য়ে,
থাক্‌ব কত পথ চেয়ে, হাতে নিয়ে ক্ষীর-ননী।
তোর, ব্রজে কিসের অভাব ছিল, সবাই তোরে বাস্‌ত ভাল,
তোর রূপেতে গোকুল আলো, বৃন্দাবনের প্রাণ তুমি ;
কাঁদাইয়া অভাগী মায়, কোন্ দুখে গেলি নদীয়ায়,
আর ত আমার প্রাণে না সয়, বিরহে মরি আমি।
ছিলে, সকল ধনের সার তুমি ধন, কোথায় গেলে ব'ধে জীবন,
আঁধার ক'রে শ্রীবৃন্দাবন, লুকালে যাদুমণি ;
কিরণ বলে মা-যশোদে, প'ড়্‌লে যোগমায়ার ফাঁদে,
ব্রজের নরনারীর হৃদে, আছে শ্যাম চিন্তামণি।
—সে ত ব্রজ ছেড়ে যায় নি মা—

---

(৯৫)

গোপীগণের উক্তি।

সুরট মল্লার—ঝাঁপ।

লুকাইয়ে চ'লে এলে কা'র ডরে ;
এলে কা'র ডরে, এলে কা'র ডরে,—
কেন, শ্যাম-তনু লুকাইলে রাধার গৌর-শরীরে।

আমরা যত ব্রজের নারী, একান্ত ছিলাম তোমারি,
রাখিতাম বুকে করি, ভুলিতাম না তোমারে ;
ক'র্‌তাম কত রসের খেলা, কুঞ্জ-বনে হেলা দোলা,
সে সব কি ভুলেছ কালা, এসে এ নদেপুরে।
মনে কি হে পড়ে নিঠুর, সে কথা জানে ব্রজপুর,
সকল জ্বালা হইত দূর, তোমার শ্যামল রূপ হেরে ;
কুল-মান ভুলে গিয়ে, লাজের মুখে আগুন দিয়ে,
পাগলপারা যেতাম ধেয়ে, তোমার বাঁশরীর স্বরে।
দান-লীলা হোরি-লীলা, খেল্‌লে কত রসের খেলা,
সে সব খেলা যায় কি ভোলা, ও চিকণ-কালা ;
ভাবিতে বুক ফেটে যে যায়, কেন যোগী সেজেছ হায়,
মোদের প্রাণে এত কি সয়, ইচ্ছা হয় যে যাই ম'রে।
পাগল কিরণ বলে ধনি, তোমাদেরই চিন্তামণি,
গৌর হ'য়ে এল শুনি, কলির পাষণ্ডের তরে ;
অধম কাঙ্গাল কেউ না রবে, সকলেই ত'রে যাবে,
শমন-জ্বালা এড়াইবে, এক হরিনামের জোরে।

---

(৯৬)

সুরট-মল্লার—ঝাঁপ।

কবে আমি যাব শ্রীবৃন্দাবনে ;
শ্রীবৃন্দাবনে, যুগল সেবনে,—
আমি, কবে গিয়ে লুটাইব রাধারাণীর চরণে

বল, কবে বাঞ্ছা পূর্ণ হবে, ত্রিতাপ-জ্বালা দূরে যাবে,
রাধার পায়ে প্রাণটী রবে, বেড়াব বনে বনে ;
কবে ব্রজে লুটাইব, দাসী হ'য়ে পদ সেবিব,
যুগল-সেবা চেয়ে লব, রূপমঞ্জরী-স্থানে।
ওগো, কবে বংশীবট-মূলে, বাজ্‌বে বেণু রাধা ব'লে,
কুল শীল লাজ ভুলে, ছুটিব বাঁশীর গানে ;
যমুনা উজান চ'লে, আস্‌বে শ্যামের পদতলে,
সোহাগে পড়িবে চ'লে, মিশি' জীবন-জীবনে।
কবে, বৃন্দাবনে চুঁড়ি চুঁড়ি, মেগে লব মাধুকরী,
কাঁদ্‌ব রাধার নামটী স্মরি, বেদনা জানাব শ্যামে ;
শ্রীরূপ-মঞ্জরী সখি, দয়া কর কাঙ্গাল দেখি,
পাগল কিরণ বড় দুঃখী, ভুল না এ অধমে।

---

(৯৭)

সুরট মল্লার—ঝাঁপ।

এতদিনে হ'লেম আমি পিরিতে মরা ;
পিরিতে মরা, রসে বিভোরা,—
ত্রি-যুগে চাঁদের ঘরে, ব্রজে ছিল এক চোরা।
পাঁচ-পাঁচা পঁচিসের বাধা, সে বড় বিষম ধাঁধা,
কেবল মাত্র জানে রাধা, কৃষ্ণ তাঁর জগত জোড়া ;

চেয়ে থাকে আড়-নয়নে, পলকবিহীন আরোপ ধ্যানে,
আমি দেখে মরি প্রাণে, কিবা রূপের ফোয়ারা।
শুনে যা সই চাঁদের কথা, চারিটী লহরে গাঁথা,
চাঁদের রোহিণী কোথা, ভেবে যে হ'লাম সারা;
গুহ্য এ রসের কথা, মিলে না ত যথা তথা,
রসিকে বুঝিবে ব্যথা, আর সবার কপাল পোড়া।
সপ্ত সমুদ্রের পানী, সে বড় বিষম ধনী,
বিষম আমার রাধারাণী, পে'লাম না তাঁর কিনারা;
কেন হ'লাম উন্মাদিনী, জীবন যে বাঁচে না শুনি,
হেরে গেল কত জ্ঞানী, আমায় কি দিবে ধরা।
আগুনে যার হাত পুড়েছে, সে জন কি আর বেঁচে আছে,
মহাজনী ফুরায়েছে, হ'য়েছে মূলধন-হারা;
ব'ল্লাম কথা ঠারে-ঠোরে, রসিক যে সে বুঝ্‌তে পারে,
অরসিকে ভেবে মরে, কিরণ চাঁদের ত্রিধারা।

---

(৯৮)

জারির সুর—পোস্ত।

গৌরবরণ রসের মানুষ এল নদীয়ায়;
সে যে রা-রা বলে ঐ লুটায়।
—রসের মানুষ—
—ভাবের মানুষ—
—বনের মানুষ—

কেন এমন বা হ'ল, ওঁর রা-রা কই র'ল,
কেন রা-রার লাগি, গৃহত্যাগী বৈরাগী হ'ল ;
সে যে ছুটে বেড়ায় পাগলপারা,
কি হারায়ে এমন ধারা,
কেমন বা সে নিঠুর রা-রা,
দেখে কি দেখে না হায়।

রা-রা কি কল বা ক'রে, রা-রা পুরুষ কি মেয়ে,
তাঁর জাতি বরণ ধরম করম কেমন ধারা হে ;
বুঝি হবে বা সে প্রেম-রস-পুর,
যাঁর লাগিয়া কাঁদে গৌর,
কিন্তু সে জন বড়ই নিঠুর,
এমন মানুষে কাঁদায়।

বল রা-রা কি যন্ত্র, এর বিধান কোন্ তন্ত্র,
এ যে সৃষ্টিছাড়া কেমন ধারা রা-রা-রা মন্ত্র ;
সে যে ভেবে ভেবে হারাল কুল,
কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল আউল,
রা-রা ব'লে হ'ল বাউল,
সাধ ক'রে কে এমন হয়।

রা-রা আহা ম'রে যাই, রা-রা ভুবনছাড়া ভাই,
সে যে রা-রা ভেবে রা-রা হ'য়ে রা-রা কয় সদাই ;

ধন্য ধন্য কৌশল বলিহারি,
গুপ্ত প্রেমের বাহাদুরী,
ভাব বাঞ্ছা গোপন করি,
হরি ব'লে জীব ভুলায় ঃ—
কিরণ কয় রা-রা বা কে বল্ না সাধু ভাই ;
আমি রা-রার তত্ত্ব জান্‌তে চাই,
—ও সাধু ভাই—
আমি রা রার কথা শুন্‌তে চাই।
—ও প্রাণের সাঁই—

---

(৯৯)

বাউলের সুর—খেমটা।

গৌর ব'লে ডুবিব জলে,
কারো মানা মান্‌ব না ;
প্রেম-তরঙ্গে ভেসে যাব,
আর ত ফিরে আস্‌ব না।
গৌরাঙ্গ অমৃত-সিন্ধু,
উদিত নদীয়া-ইন্দু,
সে আরোপে রেখে বিন্দু,
ডুবে যাব ভাস্‌ব না।

একবার ডুবে একবার উঠে,
মদের নেশা যায় যে ছুটে,
এ ভাবে আর দিন কি কাটে,
মন ত আমার মানে না।
পাগল কিরণের বাণী,
আমার প্রাণের গৌর-মণি,
গৃহ ছেড়ে আয় না ধনি,
গুণমণি ভুল না।

---

(১০০)

ভাটিয়ারী—পোস্ত।

আমি গৌর-প্রেমে বিবেকী হব ;
মুখে গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ নাম সদা যে কহিব।
লোমে লোমে হাওয়ায় হাওয়ায় গৌরাঙ্গ জপিব ;
গৌরাঙ্গ- পিরিতি-রসে মজিয়া রহিব।
গৌরাঙ্গ-নামের মালা গলে যে পরিব ;
নাসাতে তিলক-ছলে গৌরাঙ্গ লিখিব।
গৌরাঙ্গ মোর সাধুসঙ্গ গৌরাঙ্গ সেবিব ;
গৌরাঙ্গ পূজন পঠন গৌরাঙ্গ ভজিব।
গৌরাঙ্গ-বিভূতি মেখে গৌরাঙ্গ ধ্যায়িব ;
গৌরাঙ্গ-সিদ্ধি সেবনে গৌরাঙ্গ হেরিব।

গৌরাঙ্গ-নামের ডঙ্কা বাজায়ে ভ্রমিব ;
গৌরাঙ্গ-ভকত-জনার দাস হ'য়ে রব ।
যে দেশে গৌরাঙ্গ নাই সে দেশে না যাব ;
গৌরাঙ্গ-বিমুখ-জনার মুখ না হেরিব ।
আমার আমার আমার গৌর, আমার সদা কব ;
ব্রজের নির্ম্মল-প্রেম মাগিয়া লইব ।
গৌরাঙ্গ-কিরণ-কণা পরাণে মাখিব ;
কিরণে কিরণ মিলি কিরণ ছড়াব ।

সমাপ্ত ।